ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ • **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ • **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস • **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস • **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী • **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস • **ডিটিপি** তাপস বেরা • **প্রচ্ছদ** জহর দাস • **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী • **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস • **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস • **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা • ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা • ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) • **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২০ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৫ তম বর্ষ ■ ১ম সংখ্যা ■ গোবিন্দ ৫৩৫ ■ মার্চ ২০২১

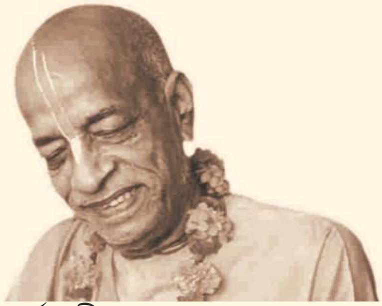

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

হরি কীর্তন ঃ আধুনিক যুগের যুগধর্ম

এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম জপের মাধ্যমে তাঁর মহিমা কীর্তন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম নেই এবং এটিই সকল প্রকাশিত শাস্ত্রের নির্দেশ। 'অন্য কোন পথ নাই, অন্য কোন পথ নাই, অন্য কোন পথ নাই।'

৪

৬ আচার্য বাণী

খেতুরী গ্রামে প্রথম গৌর পূর্ণিমা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে আপনার কৃপা দিন, আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার সংকীর্তন আন্দোলনে আমাকে নিয়োজিত করুন। হে রাধা! হে কৃষ্ণ! আপনাদের সংকীর্তন আন্দোলনে আমাকে নিয়োজিত করুন।

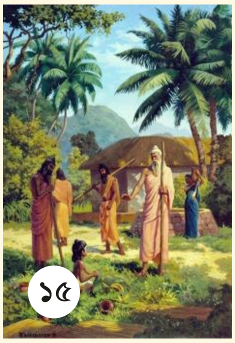
১৫

১২ গৌর পূর্ণিমার অনুষ্ঠানসূচী

৭ মার্চ, রবিবার	ভক্ত সমাগম
৮–১১ মার্চ,	শ্রবণ উৎসব
৯ মার্চ, মঙ্গলবার	একাদশী
১২ মার্চ, শুক্রবার	পতাকা উত্তোলন
১৩–১৬ মার্চ	কীর্তন মেলা
১৭–২৩ মার্চ	নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা
২০ মার্চ, শনিবার	হস্তী শোভাযাত্রা
২৪ মার্চ, বুধবার	শ্রীশ্রীরাধামাধব নৌকাবিহার ও পরিক্রমা ফিরে আসা
২৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার	একাদশী ও গঙ্গাপূজা
২৬ মার্চ, শুক্রবার	শান্তিপুর উৎসব

১৪ সাময়িক প্রসঙ্গ

পারমার্থিক প্রগতির জন্য সর্বোত্তম আহার

যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, যে জল আমরা পান করি সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের দিয়েছেন। আমাদের আহার প্রদান করার জন্য আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেইহেতু কৃতজ্ঞতা ও প্রেমপূর্বক রন্ধন করে তাঁকে আহার নিবেদন করা এবং ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করা আমাদের উচিত।

১৮ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

২৪ পরিচয়

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়।
৭নং শ্লোকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানই হলো সমস্ত বৃত্তিগত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য।

২৬ শাস্ত্র কথা

ব্রহ্মসংহিতা

প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুতে সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

বিভাগ

১৩ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

যে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে কিনা?

১৭ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

কাশ্মীরি পোলাও

২১ ইসকন সমাচার

মায়াপুর ইসকন্ মন্দিরে গীতা জয়ন্তী উৎসব

২৮ ছোটদের আসর

নিমাই জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের নৈবেদ্য গ্রহণ করলো

৩০ ভক্তি কবিতা

শ্রীচৈতন্য সুন্দর বন্দনা

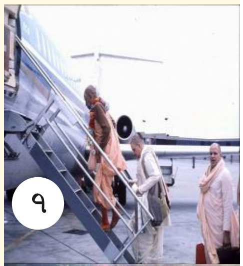
৭

৯

১১

১৯

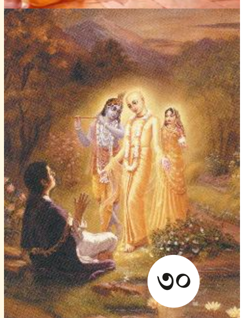
৩০

আমাদের উদ্দেশ্য

• সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। • জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। • বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। • বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। • শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। • সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করুন এবং শ্রীচৈতন্যের শরণাগত হউন

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সর্বশেষ নির্দেশ হলো ‘‘সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো। তুমি শোক করো না।’’ (গীতা ১৮।৬৬)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার পরে লোক সেই নিগূঢ় বাণী বিস্মৃত হয়েছিল। তারা তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছিল। মানুষ আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুনের মতো পাশবিক বিলাসে মনোনিবেশ করেছিল। সবাই শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল। জীবন অপবিত্র হয়ে গেছে। দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অজ্ঞানে মানুষ উপলব্ধিও করতে পারে না যে তারা যন্ত্রণা ভোগ করছে। তারা জানেনা কিভাবে তাদের জীবনকে সকল দুঃখ সরিয়ে পবিত্র করে তোলা যায়।

সেই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান রূপে নয়, পরমেশ্বর ভগবানের এক ভক্তরূপে। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হলেন যাকে চৈতন্যদেব এবং নিমাইও বলা হতো। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ জানতেন না যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সুস্পষ্ট উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তিনি পরমেশ্বর ভগবান। পদ্মপুরাণ বলে ‘‘পরমেশ্বর ভগবান, জনার্দন, যিনি যোগীগণের ধ্যেয়, যিনি ভক্তদের বিভিন্ন দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করেন, যিনি সকল যোগ অভ্যাসের গুরু এবং যিনি সর্বদা দিব্য চিন্ময় আনন্দ বিলাসে পূর্ণ থাকেন তিনি তাঁর দিব্য অবতার শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হবেন।’’

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনো চাননি যে, কেউ তাঁকে ভগবান বলুক। যখন ভক্তগণ প্রেমাবেশে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে অভিহিত করত, তিনি তখন কানে আঙ্গুল দিয়ে বলতেন যে, মানুষকে কখনো ভগবান রূপে সম্বোধন করা উচিত নয়। অপর পক্ষে তিনি শিক্ষা দিলেন যে, আমরা সাধারণ জীবাত্মাগণ কখনোই যেন না ভাবি যে আমরা ভগবান হতে পারবো। যারা নিজেদের ভগবান বলে দাবী করে আমাদের কখনোই তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমানে বহু নির্লজ্জ আধ্যাত্মবাদী আছেন যারা নিজেদেরকে ভগবানরূপে অভিহিত করতে এবং পূজিত হতে চান। কেউ কেউ এমনও বলেন যে তারা আমাদের ভগবান করে দিতে পারেন। আমাদের অবিলম্বে এই সকল লোক এবং এই সমস্ত দর্শন পরিত্যাগ করা উচিত। কেউ কখনো ভগবান হতে পারে না। ভগবান সর্বদাই ভগবান। বৈদিক শাস্ত্রে ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কে ভগবান।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁকে শাস্ত্রে ভগবানরূপে ঘোষণা করা হয়েছে তিনি আমাদের শিক্ষা দিতে এসেছিলেন যে আমরা কখনো ভগবান হতে পারবো না। তিনি আমাদের শেখালেন যে যদি আমরা এই জড়াপ্রকৃতির উপর আধিপত্য করার অভিলাষী হই তাহলে আমরা যন্ত্রণা ভোগ করবো। যদি আমরা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার প্রয়াসী হই, আমরা দুর্দশাগ্রস্ত হবো। সুখী হবার একমাত্র পথ হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমাদের সম্বন্ধ পুনরুজ্জীবিত করে তোলা। যে প্রক্রিয়া তিনি দিয়েছেন সেটি হলো শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ। শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ শ্লোক ১এ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, কৃষ্ণনাম জপের এমন মহিমা যে তা আমাদের হৃদয় থেকে সকল পাপ বিনাশ করে, জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে রুদ্ধ করে, আমাদের জীবন চিন্ময় আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

এই কলিযুগে যদি আমরা সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে শুধুই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হয়ে তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করি, আমরা সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করবো এবং আমাদের জীবন পবিত্র হয়ে উঠবে।

—পুরুষোত্তম নিতাই দাস

হরি কীর্তন : আধুনিক যুগের যুগধর্ম

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।।

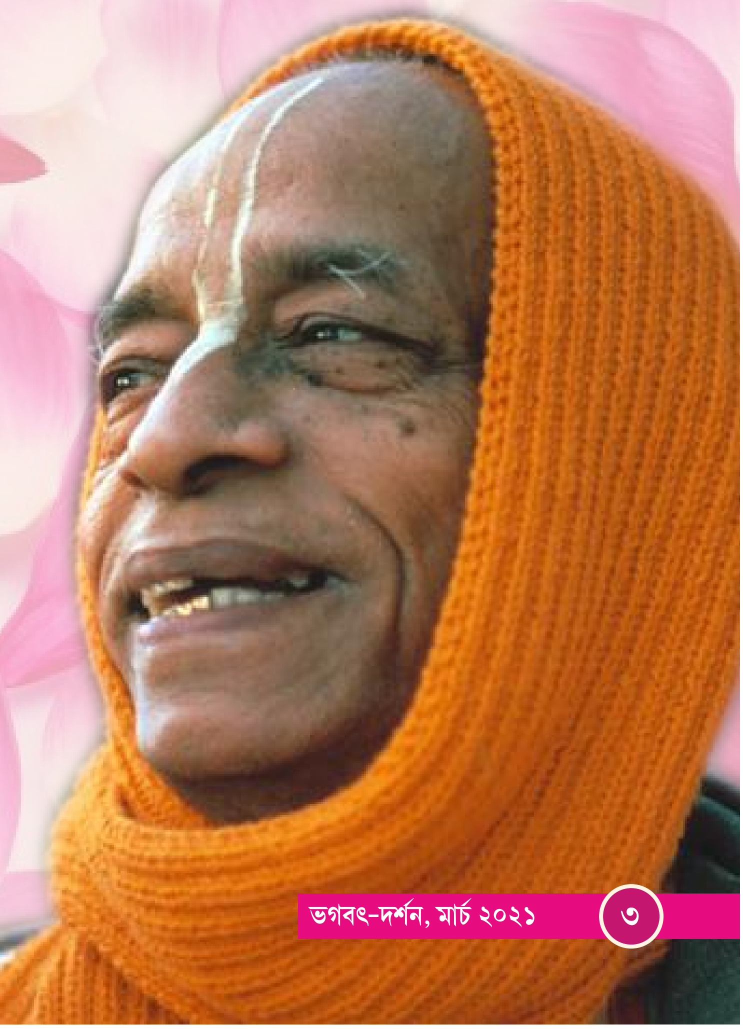

সংকীর্তন আন্দোলনের জয়। *পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যখন তিনি মাত্র ষোল বছরের কিশোর, ভারতবর্ষের নবদ্বীপে ৫০০ বছর আগে তিনি তখন এই সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এমন নয় যে তিনি কোন ধর্মীয় রীতি গঠন করেছিলেন, যেমন আজকাল এত সব ধর্মীয় রীতি গঠিত হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম তৈরী করা যায় না। *ধর্মং তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্।* ধর্ম অর্থাৎ ভগবানের নিয়ম, ভগবানের আইন, ব্যস। আমরা অবশ্যই রাষ্ট্রের আইন না মেনে বাস করতে পারি না এবং অনুরূপভাবে ভগবানের আইন না মেনেও আমরা জীবন ধারণ করতে পারি না। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলছেন *'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য'*—যেখানে অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, *'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'* তখন আমি (কৃষ্ণ) অবতীর্ণ হই। জড়জগতেও আমরা দেখি একই রীতির প্রকাশ, যখনই রাষ্ট্রের

আইন অবমাননা করা হয়, সেখানেই কোন বিশেষ সরকারী লোক বা পুলিশ বিষয়টিকে ঠিক করার জন্য আসেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোস্বামীগণ কর্তৃক পূজিত হন। ষড় গোস্বামী হলেন ঃ রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী। 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং 'স্বামী' অর্থাৎ প্রভু। সুতরাং 'গোস্বামী' অর্থাৎ তাঁরা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ছিলেন। যখন একজন ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বা গোস্বামী হন, তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি করতে পারেন। সেটিই স্বামীর প্রকৃত অর্থ। স্বামী অর্থ ইন্দ্রিয়ের দাস নয়, ইন্দ্রিয়গুলি তাঁর অধীন।

ষড় গোস্বামীর অন্যতম রূপ গোস্বামী ছিলেন মুখ্য এবং তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্তুতিতে একটি সুন্দর শ্লোক রচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, *অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন।।*

কলৌ অর্থাৎ এই যুগ, এই কলিযুগ, লৌহ যুগ যা অত্যন্ত কলুষিত, বিবাদ ও অনৈক্যের যুগ। রূপ গোস্বামী বলেন যে এই কলিযুগে, যখন সর্বত্র অনৈক্য ও বিবাদ, 'আপনি পরম ভগবতপ্রেম প্রদান হেতু অবতীর্ণ হয়েছেন'। *সমর্পয়িতুম্ উন্নতোজ্জ্বল-রসাম্* এবং শুধু পরমই নয়, এক উন্নত উজ্জ্বল রস অথবা চিন্ময় রস। *পুরট-সুন্দর দ্যুতি*। 'আপনার সোনার বরণ, সোনার আভার ন্যায়। আপনি এত করুণাময় যে আমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ করি যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই রূপ প্রত্যেকের হৃদয়ে সর্বদা নৃত্যরত থাকুক।'

যখন রূপ গোস্বামী প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে প্রথম মিলিত হলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথে পথে নৃত্য কীর্তন করছিলেন। সেই সময় তিনি অপর একটি স্তুতিও করেন। *নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে*। 'আপনি মহাবদান্য অবতার কারণ আপনি ভগবৎ প্রেম বিতরণ করেন।' *কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ,* 'আপনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাই নিজ প্রেম দিচ্ছেন, নইলে কৃষ্ণপ্রেম এত সহজে লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি অকাতরে প্রত্যেককে এই প্রেম প্রদান করছেন।

এইভাবে সংকীর্তন আন্দোলন বাংলা, ভারতবর্ষ এবং নবদ্বীপে শুরু হয়েছিল। এক অর্থে বাঙালীরা অতীব ভাগ্যবান, কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই আন্দোলন তাদের দেশেই সূচনা করে ছিলেন এবং তিনি ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার

হইবে মোর নাম। 'সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেকটি গ্রাম এবং নগরে, সর্বত্র এই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচারিত হবে।' এটি ছিল তাঁর ভবিষ্যত বাণী।

সুতরাং ভগবান শ্রীচৈতন্যের কৃপায় এই আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইতিপূর্বেই সূচিত হয়েছে যার প্রথম স্থানটি ছিল নিউইয়র্ক। এখন আমরা সানফ্রান্সিসকো, মন্ট্রিল, বোস্টন, এঞ্জেলেস, ব্যাফেলো এবং কলম্বাসে নতুন শাখা শুরু করেছি। লণ্ডনে তারা সকলেই আমেরিকান তরুণ-তরুণী এবং তারা প্রচার করছে। তারা সন্ন্যাসী নয়, তারা বৈদান্তিক নয়, হিন্দুও নয়, আবার ভারতীয়ও নয়, কিন্তু তারা এই আন্দোলনকে অতি গভীরভাবে গ্রহণ করেছে। তারা জপ করছে, নৃত্য করছে এবং ভগবৎদর্শন (ব্যাক টু গডহেড) পত্রিকা বিতরণ করছে। এখন আমরা অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছি যথা শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা যথাযথ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, ঈশোপনিষদ। এটি কোন আবেগধর্মী আন্দোলন নয়। আপনারা মনে করবেন না যে এই সমস্ত তরুণেরা কোন ধর্মীয় আবেগ বা উন্মত্ততার বশে নৃত্য করছে। না, তা নয়। আমাদের সর্বোত্তম দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক পটভূমি বর্তমান।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রচার করছিলেন তিনি বেনারসে গিয়েছিলেন যা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের পীঠস্থান

ছিল। সুতরাং সেই স্থানে বেদান্ত সূত্রের ওপর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা হয়। ফলস্বরূপ প্রকাশানন্দ স্বয়ং তার সমস্ত শিষ্যসহ বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হন।

অনুরূপ ভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মধ্যেও বিপুল আলোচনা হয় যিনি সেই কালের সর্বোত্তম তার্কিক ছিলেন এবং মায়াবাদী ও নির্বিশেষবাদীও ছিলেন। তথাপি তিনিও বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলন কোন সাধারণ আবেগধর্মী আন্দোলন নয়। যদি কেউ দর্শন ও যুক্তি দিয়ে এই আন্দোলনকে অনুভব করতে চায় তাহলে দেখা যাবে যে এই আন্দোলনের এটি অতি সমৃদ্ধ পটভূমি রয়েছে। যেহেতু এই আন্দোলনটি বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং বৈদিক পন্থা দ্বারা অনুমোদিত, তাই এতে পর্যাপ্ত সুযোগ বর্তমান। এছাড়া এটি অত্যন্ত সরল, এটিই এই আন্দোলনের সৌন্দর্য। বিখ্যাত পণ্ডিত, দার্শনিক অথবা একজন শিশু, যে কেউ অনায়াসে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। আত্মোপলব্ধির অন্য পন্থাগুলি হলো জ্ঞান পন্থা বা যোগ পন্থা যেগুলি অনুমোদিত, কিন্তু বর্তমান যুগে তা অভ্যাস করা সম্ভব নয়। এটিই বেদের সিদ্ধান্ত।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।

(ভাগবত ১২/৩/৫২)

সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং দ্বাপরযুগে ভগবানের চরণ পরিচর্যার মাধ্যমে যা কিছু ফল লাভ হয়, কলিযুগে শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।

সন্দেহাতীতভাবে, এটি স্বীকৃত প্রক্রিয়া কিন্তু প্রামাণিক বর্ণনানুসারে, এই কলিযুগে এগুলি ব্যবহারিক নয়। সেইজন্য হরি কীর্তনের প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করতে হবে। পূর্বযোগ্যতা ব্যতীত যে কেউ এটি অভ্যাস করতে পারে। কাউকে দর্শন বা বেদান্ত শিক্ষা করতে হবে না। দুই-এক জনের পক্ষে বেদান্ত শিক্ষাগ্রহণ বা উপলব্ধি সম্ভব, কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে এটি সম্ভব নয়। যোগ অভ্যাস করাও সম্ভব নয়। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সাথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলনের এই তাৎপর্য।

সেইজন্য যদি কেউ হরেকৃষ্ণ জপ গ্রহণ করেন, তার প্রথম কিস্তির লাভ হবে *চেতোদর্পণমার্জনম্*। শুধুমাত্র জপের দ্বারা হৃদয়ে থেকে সকল মলিনতা মার্জন হয়ে যাবে। এখানে কোন ব্যয় নেই এবং এখানে কোন ক্ষতি নেই। যদি কেউ এক সপ্তাহ শুধু জপ করেন, তিনি দেখবেন তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে কত অগ্রগতি লাভ করেছেন।

এই যুগ অত্যন্ত কলুষিত। সেইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ জপের এই প্রক্রিয়াই সর্বোত্তম এবং সরলতম প্রক্রিয়া। *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ / কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।* 'এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম জপের মাধ্যমে তাঁর মহিমা কীর্তন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম নেই এবং এটিই সকল প্রকাশিত শাস্ত্রের নির্দেশ। অন্য কোন পথ নাই, অন্য কোন পথ নাই, অন্য কোন পথ নাই।'

সেইহেতু প্রত্যেককে এই নির্দেশ অনুসারে প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। বুদ্ধিমান মানুষের এটিই কর্তব্য। জনগণ জানে ভগবান মহান, কিন্তু ,তারা জানে না প্রকৃতপক্ষে ভগবান কত মহান। সেটি বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই লৌহযুগে সেটিই আমাদের কর্ম। তা হলো হরিকীর্তন, *পরম্ বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্* ঃ পরমেশ্বর ভগবানের মহিমাকীর্তন।

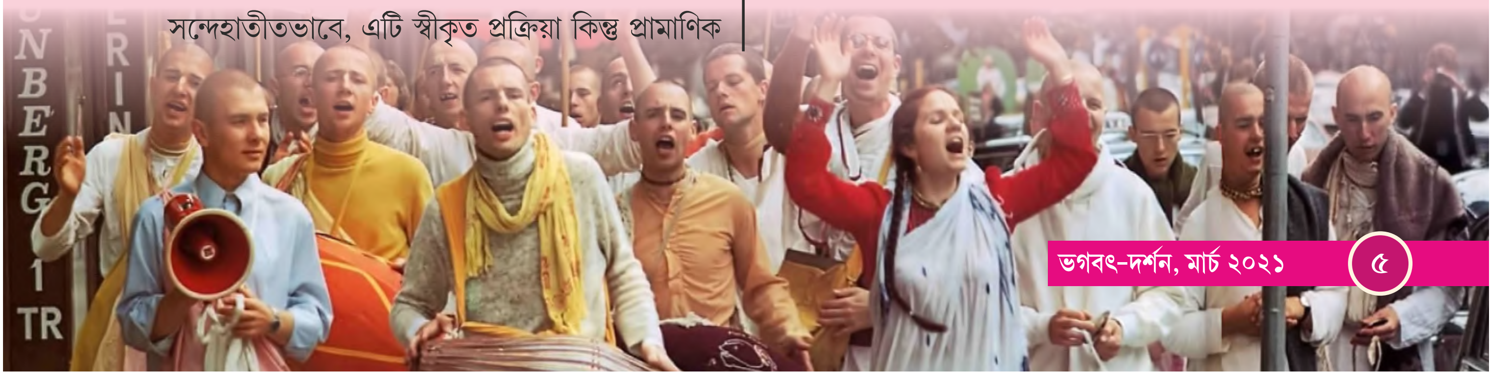

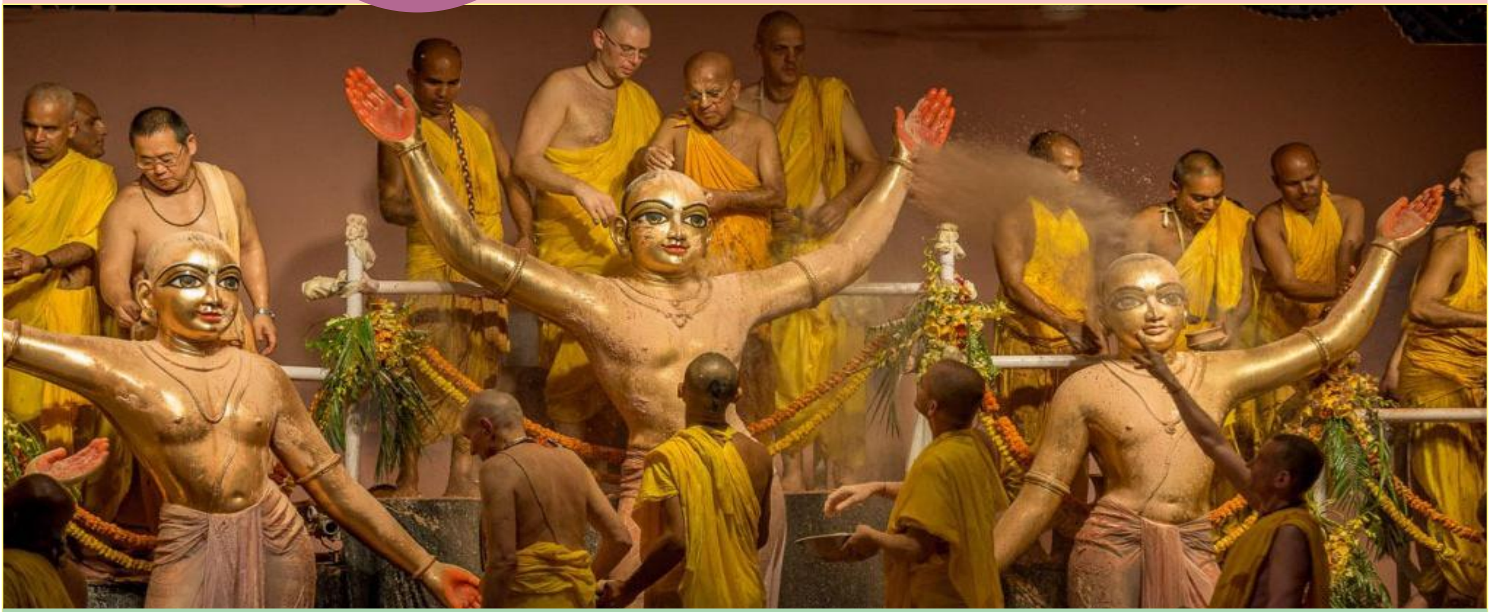

খেতুরী গ্রামে প্রথম গৌর পূর্ণিমা

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

আজ কলিযুগের ত্রাতা, সকল অবতারের উৎস, অবতারী, শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাবের এই পবিত্রতম দিনে আমরা সকলে মিলিত হয়েছি। শ্রীশ্রী শচীনন্দন কি জয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা এবং তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রবণ করার এইটি একটি যথার্থ দিন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক বর্ণিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যুগপৎ সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় পবিত্র গৌড়মণ্ডল ভূমিতে, শ্রীমায়াপুর ধামে, গৌড়দেশের পূর্বাকাশে উদিত হয়েছিলেন।

সেইহেতু যেমন সূর্য ও চন্দ্র পূর্বে উদিত হয় এবং পৃথিবীকে পরিক্রমা করা শুরু করে, অনুরূপভাবে শ্রীল এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পূর্বে শ্রীধাম মায়াপুর, নবদ্বীপ-ধাম থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বহন করে সকল পতিত জীবের উদ্ধার হেতু সমগ্র বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সূত্র থেকে শ্রবণ করতে হবে। যখন কেউ সঠিক সূত্র থেকে শ্রবণ করেন, তখন তিনি ভক্তিযোগে নিয়োজিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন পৃথিবীব্যাপী প্রচার করছিলেন শুধুমাত্র তাঁর কাছে হরিকথা শ্রবণ করেই সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণভক্তে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটি বৈপ্লবিক। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে *জনতাঘবিপ্লবো*। এটি জনতার পাপপঙ্কিল জীবনকে ধ্বংস করে। এই হলো বিপ্লব। সুতরাং এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হলো একটি চেতনার বিপ্লব, সমগ্র মানব সমাজের পাপময় জীবন ধ্বংসের একটি বিপ্লব, তাই বিশেষ যত্নশীল হতে হবে। বিশেষত তাদের যারা শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয়ে থেকে সঠিক সূত্র থেকে উপদেশাবলী শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। *হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষন্তোহপি অসাধু*, সে যদি এমন কারো কাছ থেকে কথা শ্রবণ করে যে এই জড়জগতের প্রতি আসক্ত, যে ভক্তিভাবে সেবা করছে না তাহলে এটি বিষপানের তুল্য। *বিষভক্ষন্তোহপি অসাধু*।

সুতরাং এটি আমাদের মহাসৌভাগ্য, যে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এবং আমাদের পূর্বতন আচার্যবর্গ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের করুণায় কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আমরা আশ্রয় পেয়েছি।

শ্রীল প্রভুপাদ একদা বর্ণনা করেছিলেন যে এই আন্দোলন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হতে অভিন্ন। এটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃক্ষের একটি শাখা, সেইহেতু আমাদের অতি যত্নশীল হয়ে কঠোরভাবে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে কারণ তিনিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

বৃক্ষের সাথে আমাদের যোগসূত্র।

সেইজন্য আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যরূপে শ্রীল প্রভুপাদকে অর্চনা করি। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃক্ষের সাথে আমাদের যোগসূত্র। সমগ্র বিশ্বকে অসীম আশ্রয় প্রদানের জন্য তিনি শ্রীচৈতন্যের সকল করুণা প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীল প্রভুপাদের কাছে সমগ্র বিশ্বের অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারোর বিরোধিতা করা উচিত নয় কারণ তিনি যা করেছেন তা পূর্বে কেউ করেনি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবদান্য উদ্দেশ্যটিকে তিনি পূর্ণতা দিয়েছিলেন।

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।

সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চিন্ময় বৃক্ষের সাথে যুক্ত থাকায় এই শাখাটি বর্ধিত হবে এবং বাড়তে বাড়তে বাড়তেই থাকবে এবং তারপর এর ছায়া কলিযুগের দাবদাহ থেকে সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করবে। যেমন পদ্মপুরাণে কথিত আছে যে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং কুমার নামক চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। কিন্তু তারপর এই কলিযুগে, এই সকল চার সম্প্রদায় একে এসে মিশে যাবে, অনুরূপভাবে চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবতে কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্লাবন সমুদ্র এত বিশাল যে তা সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ভেসে সমুদ্রের মধ্যে থাকবেন এবং যারা অভক্ত, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সমালোচক তারা ভেসে থাকবে ওপরে কিন্তু কেউই এই প্লাবন থেকে বাঁচতে পারবে না।

এই হলো বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং পূর্বতন আচার্যবর্গের বিশেষ কৃপা, প্রকৃতপক্ষে, আমরা শুনেছি আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে তিনি কখনো আশা করেননি যে পাশ্চাত্যদেশীয় লোকেরা সকল অবশ্য পালনীয় নীতিগুলিকে মানতে পারবেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে তারা শুধু হরেকৃষ্ণ জপ করবে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে এই ভক্তগণ আন্তরিকভাবে পালনীয় রীতিনীতিগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা দৃঢ় ছিলেন ও সেইজন্য তিনি এই আন্দোলনে তাঁর অভিলাষ অনুযায়ী শুদ্ধতার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস এবং তাঁর বিভিন্ন অবতারগণের মহিমা কীর্তন করে। সেই অবতারগণ এসেছিলেন মূলতঃ ভক্তদের পরিত্রাণ করতে এবং অবশ্যই দানবদের বিনাশ করতে। কিন্তু মূলতঃ ভক্তদের পরিত্রাণ করতেই এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের পরিত্রাণ করতে এসেছিলেন এবং এমনকি দানবদের দানবীয় মানসিকতার বিনাশ করে তাদেরও উদ্ধার করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এত দয়ালু এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রকৃতপক্ষে ... তিনি অনুপস্থিত নন কিন্তু তিনি উপস্থিত যেমন শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করেছিলেন, তিনি বাস্তবিক বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেননি। তিনি সর্বদাই তাঁর ভাবরূপে বৃন্দাবনেই অবস্থান করছিলেন। অনুরূপভাবে বৃন্দাবন দাস-ঠাকুর, তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।

এখানে বলা হয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন লীলা এখনও চলছে এবং যিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান তিনি সেই চিন্ময় লীলা দর্শন করতে সক্ষম। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে, এই ইসকন আন্দোলন হলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃক্ষের একটি শাখা এবং সংকীর্তন হলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার অংশ।

কখনও কখনও যখন অত্যন্ত অতুলনীয় সংকীর্তন হয়... অতুলনীয় কীর্তন, হরিনাম, সেই সময় এর অর্থ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, পঞ্চতত্ত্ব অথবা মহান পার্ষদবর্গের কেউ সেইখানে উপস্থিত আছেন, সেইজন্য ভক্তগণ ব্যতিক্রমী আনন্দের লক্ষণ অনুভব করেন। সুতরাং অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদ প্রকাশ করেছেন যে আমাদের ইসকন মন্দিরগুলিতে সংকীর্তন, রথযাত্রা ইত্যাদির সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিভিন্ন নিত্য পার্ষদবর্গ প্রবেশ করেন এবং তাঁরা অংশগ্রহণ করেন, কতিপয় ভাগ্যবান দর্শন পান কিন্তু সকলে তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন।

সুতরাং যখন আপনি চিন্ময় শাস্ত্র বিতরণ করেন এবং আপনি কিছু আনন্দ অনুভব করেন, আপনি জানেন না যে সেই সময় কে আপনার ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে শ্রীল প্রভুপাদ, আধ্যাত্মিক গুরুবর্গ, গুরু পরম্পরা, তাঁরা আপনার সাথেই আছেন। এটি তাঁদের বিশেষ কৃপা যে, ভক্তগণ যখন সংকীর্তন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তখন তাঁরা ভক্তদের সঙ্গে থাকেন।

ভগবানকে স্মরণ করার সর্বাধিক সহজ উপায় হলো তাঁর

নির্দেশসমূহ, তাঁর চিন্ময় লীলাসমূহ শ্রবণ করা। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রহ থেকে অপ্রকট হন সেই সময় সকল ভক্ত অবশ্যই নিদারুণ বিরহ অনুভব করেছিলেন। সেই সময় নরোত্তম দাস ঠাকুর, তিনি ভেবেছিলেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সকল ভক্তগণকে একত্রে ডেকে এক মহান গৌর পূর্ণিমা উৎসব দিবস পালন করা উচিত এবং তিনি তাঁর গুরুভাই বলতে পারেন জ্ঞাতি গুরুভাই শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে গেলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন যে যদি তিনি এই উৎসবের আয়োজনে সহায়তা করেন, সেখানে তিনি রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠারও অভিলাষ করেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য অত্যন্ত আনন্দের সাথে নরোত্তম দাস ঠাকুরকে সহায়তা করতে রাজী হলেন। তিনি বললেন যে, 'হ্যাঁ, আমি এই সেবায় তোমাকে সহায়তা করব।'

সেই সন্ধ্যার পরে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছেন। শ্রীনিবাস আচার্য ভাবছেন যে এটি এক অসম্ভব কার্য, অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সকল পার্ষদবর্গকে একত্রিত করা খুব কঠিন কারণ প্রভুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা সকলেই প্রকৃতপক্ষে বিরহে অর্ধমৃত। তাঁরা যেন সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

উড়িষ্যা, বাংলা অন্যান্য জায়গা থেকে থেকে তাঁদের নরোত্তম দাস ঠাকুরের শ্রীপাট খেতুরীতে আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তিনি ভাবছিলেন, 'কিভাবে আমরা এটি করতে পারি? আমি চাই সকলের মিলন ... এই অত্যন্ত বরিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের কাছে এই অভিলাষ উপস্থাপনা করার আমি কে? কিন্তু আমি এই মহাজনের কথায় সম্মত হয়েছি। তারপর তিনি ভগবানের কৃপায় নিদ্রামগ্ন হলেন এবং স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 'এটি আমার অভিলাষ। আমি চাই সব জায়গা থেকে সকল বৈষ্ণবের এখানে এক মহান মিলন হোক। আমার আবির্ভাব দিবসে সব ভক্ত একত্রিত হোক। ভয় পেও না। এটি আমার অভিলাষ যে তারা একত্রিত হোক। তুমি গিয়ে প্রত্যেককে নিয়ে এসো।' তারপর তিনি অদৃশ্য হলেন। তারপর শ্রীনিবাস আচার্য জাগ্রত হলেন, আনন্দে মূর্ছিত হলেন। পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

অবিলম্বে বার্তাবাহকদের ডেকে একত্রিত করে তাদের নির্দেশ প্রদান করে পৃথক পত্র দিলেন ... শ্যামানন্দের অনুগামীগণ উড়িষ্যায়, জাহ্নবাদেবীর খড়দহ, রাঘব পণ্ডিতের অনুগামীগণ পানিহাটি, শ্রীখণ্ডে, কুলিয়া গ্রামের অনুগামীগণ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ সর্বত্র। স্বভাবতই তখন ট্রেন বা এরোপ্লেনে যেতেন না। তাঁরা শুধুমাত্র পদব্রজে যেতেন এবং তাঁদের পারমার্থিক গুরুদেবের বার্তা পৌঁছানোর জন্য তাঁরা অন্তত দুই, তিন, চার, পাঁচশো মাইল পদব্রজে যেতেন।

প্রকৃতপক্ষে সংকীর্তনের ভক্তগণ এর থেকে এক বিরাট অনুপ্রেরণা নিতে পারেন। সেই সময় তাঁদের পারমার্থিক গুরুর নির্দেশে তাঁরা পাঁচশো কিলোমিটার পদব্রজে বনের মধ্য দিয়ে নদীর ওপর দিয়ে সর্বত্র যেতেন। এখন তারা শুধুমাত্র সংকীর্তন ভ্যানে করে এয়ারপোর্ট বা রাস্তায় এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে গ্রন্থ বিতরণ করে। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভুপাদের করুণায় এই কাজ অনেকাংশে সহজ হয়ে গেছে। সেই সময় তারা যাবার জন্য উদ্দীপিত হয়ে থাকত এমন কি যদিও তাদের সংকীর্তন স্থলে যেতে পাঁচশো মাইলও যেতে হতো।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে আপনার কৃপা দিন, আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার সংকীর্তন আন্দোলনে আমাকে নিয়োজিত করুন। হে রাধা! হে কৃষ্ণ! আপনাদের সংকীর্তন আন্দোলনে আমাকে নিয়োজিত করুন।

যখন তারা নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবাদেবীর কাছে পৌঁছল, নিত্যানন্দ প্রভু ইতিমধ্যে অনেক পূর্বেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন, যদিও তিনি কোন চিহ্ন রেখে যাননি, শুধু অদৃশ্য হয়েছেন। জাহ্নবাদেবী ভাবলেন 'একজন বিধবারূপে আমি কিভাবে অত দূরে গিয়ে এক উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারি?' তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভু সেখানে আবির্ভূত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে বললেন যে এই উৎসব তাঁর অভিলাষিত এবং অবিলম্বে সকল অনুগামী, সকল বৈষ্ণব ভক্তদের নিয়ে তার সেখানে যাওয়া উচিত। সেইজন্য তিনি অন্যান্যদের জড়ো করলেন। যেমন অভিরাম ঠাকুর এবং মীনকেতন রামদাস এবং অসংখ্য নিত্যানন্দ-পার্ষদবর্গ এবং তারা সকলে একত্রে যাত্রা করলেন এবং তারা খুলনা গেলেন, নবদ্বীপ গেলেন এবং তারা সকল ভক্তগণকে একত্রিত করলেন। যখন তারা নবদ্বীপ গেলেন, রামাই পণ্ডিত এবং শ্রীনিবাস ঠাকুর সকলে একত্রিত হলেন। তাঁরা ভাবলেন যে, 'আমরা অদ্বৈতপুত্র অচ্যুতানন্দকে পাইনি? তিনি কোথায়? আমরা শান্তিপুর যেতে পারি।' তিনি ঠিক সেই সময়ে এলেন এবং দলে যোগ দিলেন।

এইরূপে হাজার হাজার ভক্ত সবজায়গা থেকে একত্রিত হলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবশিষ্ট সকল শিষ্যবর্গ অথবা তাঁর শিষ্যদের অনুগামীবর্গ সবাই সংঘবদ্ধ হলেন। যখন তাঁরা পদ্মা নদীর তীরে খেতুরী গ্রামে পৌঁছলেন, সেই সময় খেতুরীর রাজা শত শত নৌকা পাঠালেন এবং ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে তাদের পদধৌত করে, কপালে তিলক করে, মাল্যার্পন করে তাদের নদীপার করালেন।

সমগ্র খেতুরী শহর গৌরপূর্ণিমা উৎসবে চারিদিক থেকে সমস্ত ভক্তদের আগমনে আনন্দে ভরে উঠেছিল প্রতি ঘর

আম্রপল্লব, কলাগাছে ও আখে সুসজ্জিত ছিল। পথগুলি সুগন্ধি জলে ধৌত করা হয়েছিল এবং সর্বত্র কীর্তন দল ছিল। ভাগবতম প্রবচন হচ্ছিল। শহরে সর্বত্র শুধু গৌর পূর্ণিমার আলোচনা হচ্ছিল! গৌর পূর্ণিমা! গৌর পূর্ণিমা! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উৎসব! সকল ভক্ত জমায়েত হয়েছিল! ইনি এখান থেকে এসেছেন। উনি সেখান থেকে এসেছেন। সবাই শুধু এই সম্বন্ধেই কথা বলছেন... শুধু সম্পূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চিন্ময় উৎসব, গৌর পূর্ণিমা উৎসবে, বৈকুণ্ঠে, চিন্ময় লোকে অবস্থান করছেন।

সেই সময়, গৌর পূর্ণিমার দিবসে সেখানে ভাগবতম প্রবচনে বর্ণনা করা হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিভাবে কখন আবির্ভূত হলেন, কিভাবে সমগ্র বিশ্ব আনন্দে মেতে উঠেছিল। কিভাবে গঙ্গায় সবাই 'হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল! হরি বোল! কীর্তন করছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বর্ণনা পাঠ হচ্ছিল। কিভাবে তাঁর নিত্যপার্ষদবর্গ দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি নবদ্বীপের পথে পথে নৃত্য করছিলেন, কেমন করে তিনি সারাভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন, সমস্তই আলোচনা হচ্ছিল।

সেইহেতু সেইসময় নরোত্তম দাস ঠাকুর জাহ্নবা দেবীকে অনুরোধ করেন যিনি স্বয়ং ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, কোন বদ্ধ জীবাত্মা নন, তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন মহাপ্রভু ও রাধা-কৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য।

সুতরাং নরোত্তম দাস শ্রীনিবাসকে অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি শ্রীবিগ্রহগণকে অভিষেক করালেন। ছয়টি শ্রীবিগ্রহ ঐদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর তিনি অনুমতি নিলেন এবং তাঁরা শ্রীবিগ্রহগণের মহাপ্রসাদী মালা নিয়ে উপস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গকে মাল্য অর্পন করলেন। অতঃপর জাহ্নবাদেবী এই কার্যে নিযুক্ত একজন পার্ষদকে আদেশ করলেন, 'এই সকল ভক্তদের মাল্য অর্পন করুন'।

এইরূপে, বরিষ্ঠ ভক্তগণ ও বয়োকনিষ্ঠ শিষ্যগণকে এবং উপস্থিত পার্ষদবর্গকে মাল্য অর্পন করলেন, সুতরাং এইভাবে, সেখানে একটি *দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি*...প্রত্যেকের মধ্যে একটি প্রেমের আদান প্রদান, বিভিন্ন ভক্তদের যথার্থ সম্মান প্রদর্শন একই সাথে একে অপরের স্নেহপ্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তারপর জাহ্নবাদেবী আরতি করতে বললেন, অতএব নরোত্তম দাস ঠাকুর যাঁকে দায়িত্বভার অর্পন করেছিলেন সেই শ্রীনিবাস আচার্য আরতি শুরু করলেন।

তিনি আরতির সূচনা করতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অলৌকিক ঘটনা ঘটালেন। তিনি তাঁর চিন্ময় ক্ষেত্র ... রূপ ... মূর্তিকে বিস্তার করতে শুরু করলেন, তাঁর স্বাভাবিক সুগন্ধ, সুরভি এবং তারপর ঘনীভূত ধূপের দ্বারা অধিক শক্তিশালী, অচিন্তনীয়, চিন্ময় আনন্দ প্রদানকারী সেই সুরভি, শ্রীকৃষ্ণের দৈহিক সুরভি তাঁর শ্রীমূর্তি হতে নির্গত হয়ে সমগ্র শ্রোতা ভক্তগণের উপর বিস্তার লাভ করলো। শ্রীকৃষ্ণের সুরভি ভক্তগণের কাছে পৌঁছতেই তাঁরা দৃশ্যত সম্পূর্ণরূপে পরমানন্দে নিমগ্ন হলেন।

তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। এইরূপে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে গিয়েছেন এবং শুধুমাত্র অমৃতসাগরে সন্তরণ করছেন, সুতরাং এইভাবে আরতি উৎসব যেন বিগলিত অমৃতের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে চলে যাওয়ার মতো ছিল এবং কীর্তন এমন ঘনীভূত ছিল যে সবাই হাঁটতেও পারছিলেন না। তাঁরা হরিনামের ঘনীভূত অমৃতের মাঝে ভাসছিলেন, ভগবানের বিরহ এমনভাবে অনুভব করে বক্ষে আঘাত করে কেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছিলেন।

যখন ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হচ্ছিল অচ্যুতানন্দ বললেন, 'আমি নরোত্তম দাস ঠাকুরের নেতৃত্বে একটি কীর্তন শুনতে ইচ্ছা করি।' সুতরাং তখন নরোত্তম দাস ঠাকুর কীর্তনের নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন, সবাই সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে গেলেন। প্রত্যেকে এত বিবশ হয়ে গেলেন যে প্রকৃতপক্ষে কীর্তন সর্বব্যাপক হয়েছিল, এবং প্রত্যেকে শুধু সেই চিন্ময় নামটিই শুনতে পেয়েছিলেন এবং সবাই এমন নিমগ্ন ছিলেন, সবাই এমন বিরহে পরিপূর্ণ ছিলেন যে হঠাৎ সর্বোত্তম অলৌকিক ঘটনা সেই চিন্ময় সমাবেশে ঘটলো। অকস্মাৎ সবাই চাক্ষুস করলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈতপ্রভু, গদাধর, শ্রীবাস, মুরারী, মুকুন্দ সকল পার্ষদবর্গ আবির্ভূত হয়ে ভক্তদের সাথে লম্ফ দিয়ে কীর্তন করছেন এবং প্রত্যেকে আনন্দে বলে উঠলেন, 'জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! জয় শচীনন্দন! গৌর হরি! হরি হরি বোল!'

এইরূপে কীর্তন চলতেই থাকলো। যেমন গোপীগণ বিরহ অনুভব করতেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন তেমনই তাঁর ভক্তদের বিরহ উপশম করতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন এবং ব্রহ্মার এক রাত্রির মতো সেই কীর্তন চলতেই

লাগলো। এইভাবে যদি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিমজ্জিত করতে পারি... শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আমাদের এই ভাবে নিজেদের নিমজ্জিত করতে হবে। তাঁর গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় প্রতিটি নির্দেশই হলো কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সংকীর্তন আন্দোলনে আমাদের নিমগ্ন হতে হবে।

তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রচারক। সেই সকল ভক্তগণ বিভিন্ন দিকে যাত্রা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন রাজগুরু, বিষ্ণুপুরের রাজার গুরু। নরোত্তম দাস ঠাকুর, তাঁর প্রচারকগণকে মনিপুরে পাঠালেন এবং তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গে প্রচার করছিলেন। শ্যামানন্দ প্রভু উড়িষ্যায় প্রচার করছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রচারক ভক্ত ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন দিকে গিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন।

তাঁরা একত্রিত হয়ে হরিকথা আলোচনা করছেন। তাঁরা দিব্যনাম কীর্তন করছিলেন। তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যনামে নিমগ্ন হতে চেয়েছিলেন। অনুরূপে আমরা নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং অন্যান্যদের মতো শুদ্ধ না হতে পারি কারণ তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কৃপায়, প্রভুপাদের কৃপায় কিছুই হতে পারে। অন্তত যদি আমরা এমন কি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমাদের চক্ষে নাও দেখতে পারি, যদি আমরা আমাদের সংকীর্তন আন্দোলনে নিমজ্জিত করতে পারি, যদি আমরা সেইভাবে নিজেদের মগ্ন করতে পারি, আমরা অবিলম্বেই তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারবো, তাঁর বিরহ অনুভব করতে পারবো এবং যদি সেই অহৈতুকী করুণা আমরা পাই, ... তার অর্থ এই নয় যে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারবো না, ধীরে ধীরে আমরাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে, তাঁর পার্ষদবর্গকে এবং তাঁর লীলাবিলাসকে দর্শন করতে সক্ষম হবো শুধুমাত্র তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনের শরণাগত হয়ে, সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি গ্রামে এই সংকীর্তন বার্তা পৌঁছে দিয়ে।

এই কলিযুগে সংকীর্তন আন্দোলনকে প্রচার করতে একসাথে কাজ করতে হবে। সেই উৎসবে প্রত্যেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করার অভিলাষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অনুরূপভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রবণ করার জন্য আমরাও এখানে শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে, শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সম্মুখে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্মুখে তাঁদের বিশেষ কৃপা পাবার জন্য একত্রিত হয়েছি। যদি আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন ভাবে ভাবিত হতে পারি তাঁর আন্দোলন এত দিব্য যে আমরা অতি সহজেই এই কলিযুগে তাঁর কৃপা পেতে পারি। যদিও একজন পতিত, এমন কি অযোগ্য তবুও সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পেতে পারে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে আপনার কৃপা দিন, আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার সংকীর্তন আন্দোলনে আমাকে নিয়োজিত করুন। হে রাধা! হে কৃষ্ণ! আপনাদের সংকীর্তন আন্দোলনে আমাকে নিয়োজিত করুন।'

এই হলো ভক্তদের প্রার্থনা। তারা সর্বদা এই প্রার্থনা করেন, 'যেভাবেই হোক দৈবের ইচ্ছায়, আমরা এই ইসকন আন্দোলনে এসেছি এবং সমগ্র পৃথিবীকে আশ্রয়দানের এইটি একটি আন্দোলন, কিন্তু সমুদ্রে জাহাজের মতো এই আন্দোলন, যেখানে হাঙ্গর, তিমি, বিভিন্ন ভয়ঙ্কর জন্তুতে পরিপূর্ণ।

যতক্ষণ আমরা জাহাজে থাকবো আমরা নিরাপদ এবং যেই আমরা বাইরে যাবো তখন হিংস্র পশু দ্বারা, ফলাকাঙ্ক্ষার প্রতি আসক্তি, যোগশক্তি, মোক্ষ, যশের অভিলাষ, প্রতিষ্ঠা, সম্মান বিভিন্ন প্রকারের অনর্থ দ্বারা নিষ্পেষিত হবো।' সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ অনুরোধ করেছেন যে আমরা যেন এই আন্দোলনকে অত্যন্ত পবিত্র রাখি, সম্পূর্ণ শুদ্ধ রাখি যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের অমৃত আস্বাদনে অভিলাষী প্রত্যেককে এখানে আশ্রয়দান অব্যাহত থাকে।

সুতরাং আমাদের উপর এ এক গুরু দায়িত্ব এবং আমাদের সকল বৈষ্ণবের আশীর্বাদ প্রয়োজন। বিশেষতঃ আমাদের পারমার্থিক গুরুর, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের, আমাদের পূর্বতন আচার্যবর্গের, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ প্রয়োজন। যে কোন উপায়েই হোক উনাদের আশীর্বাদ আমাদের পেতেই হবে, সুতরাং একত্রিত হয়ে কাজ করার এ এক তপস্যা, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কলিযুগে এটি মহান তপস্যা। কেউ একত্রে কাজ করতে পারে না। একই জাতি একত্রে কাজ করতে অক্ষম, একই দেশের রাজ্যগুলি একত্রে থাকতে অক্ষম। স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও পুত্র, পিতা ও কন্যা কশ্চিৎ একত্রে থাকতে পারে। এই কলিযুগে একত্রে কাজ করা খুব কঠিন।

কখনও কখনও কেউ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য কর্ম করার

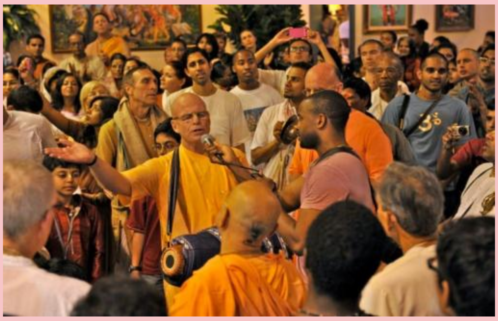

প্রয়াস করছে, তখন মায়াদেবী তিনি অনেক চিন্তা দেবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণপদ্মে আরও অধিক নিমগ্ন থাকাই একমাত্র আশ্রয়। সুতরাং যখন মায়া তার কল্পনা দেয়, ভক্ত তা গ্রহণ করে না। 'না, আমি তোমার কল্পনার অপেক্ষা করি না, মায়াদেবী, আমি শুধু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতের অভিলাষী'। এই কলিযুগেও একসাথে কাজ করা যায়। সুতরাং যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হচ্ছে, যা কেউ করতে পারে না, এই কলিযুগে একসাথে কাজ করা, প্রভুপাদ আমাদের এই মহান পরীক্ষা দিয়েছেন—'আমার অনুগামীগণ যারা আমাকে প্রকৃত ভালোবাসে, তার প্রমাণ হবে কতক্ষণ পর্যন্ত তারা একত্রে কর্ম করতে সক্ষম, এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য তারা কিভাবে কর্ম করতে সক্ষম।' সুতরাং এই হলো ভালোবাসার বোঝা। এই আন্দোলনের এই একমাত্র লক্ষ্য। শচীপুত্রের সন্তোষ বিধানের জন্য আমরা কর্ম করতে ইচ্ছুক। যা কিছু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করে আমরা তাই গ্রহণ করতে চাই এবং আমরা জানতে পারবো যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি চান তা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন আগামী ১০,০০০ বৎসর এই ইসকন আন্দোলন সংকীর্তন আন্দোলন প্রসার করতে থাকবে। এইরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছেন আমাদের কর্ম করাতে যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

যদি আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তাহলে বহু বাধা সত্ত্বেও আমরা আমাদের ভক্তিভাব অবিচল রাখতে পারবো। বাধা থাকবেই। আমরা বাধা চাই না, তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করে আসে না। এমন কি এড়াতে চাইলেও তাদের এড়ানো সম্ভব হয় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মতো। আমরা এড়ানোর জন্য এত প্রচেষ্টা করি, কিন্তু অবশেষে এড়ানো যায় না।

এইরূপ ভক্তগণ সর্বদা যে কোন বাধা এড়ানোর চেষ্টা করে, এবং সংকীর্তন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন চাঁদ কাজী সংকীর্তন আন্দোলনকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, যেমন বিভিন্ন সমালোচকগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের অনুগামীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এবং যারা অত্যন্ত দৃঢ় এমনকি তারাও হরেকৃষ্ণ কীর্তন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখন কিভাবে কর্ম করেন তারা বুঝতেও পারে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কৃষ্ণ। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে অনুকরণ করতে পারি না।

তাঁর নির্দেশাবলী আমরা অনুসরণ করি। একই ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু অনুসরণ করতে বলেছেন। সেইজন্য আমরা তাঁর নির্দেশ অনুসারে একত্রে কর্ম করতে প্রয়াসী।

সেটিই নীতি। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবসে এই লক্ষ্যে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে, শ্রীল প্রভুপাদকে এবং পূর্বতন আচার্যবর্গকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে দৃঢ় থেকে সবকিছু করার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। যদি আমরা তা করতে পারি, তাহলে মায়ার সকল প্রকার প্রভাব থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

পরিক্রমার পূর্বে আমি যা উল্লেখ করেছিলাম, প্রভুপাদ বলেছেন যে, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা নিয়ে মায়াপুর থেকে সংকীর্তন আন্দোলনের প্লাবন এখন সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হচ্ছে।' বিশ্বের প্রত্যন্ত কোণেও প্রত্যেকের উচিত এই সংকীর্তনের ভাব গ্রহণ করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যে কোন ভাবেই এই সংকীর্তন আন্দোলনকে স্তিমিত হতে দেওয়া যাবে না। একে প্রসারিত করতে হবে। যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণার সিন্ধু সদা বিস্তার লাভ করছে, সংকীর্তন আন্দোলনও সর্বদা বিস্তৃত, বিস্তৃত, বিস্তৃত হওয়া উচিত এবং সর্বত্র কীর্তন হোক—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

গৌরপূর্ণিমা উৎসব ২০২১

অনুষ্ঠান সূচী

৭ মার্চ, রবিবার	ভক্ত সমাগম
৮-১১ মার্চ	শ্রবণ উৎসব
৯ মার্চ, মঙ্গলবার	একাদশী
১২ মার্চ, শুক্রবার	পতাকা উত্তোলন
১৩-১৬ মার্চ	কীর্তন মেলা
১৭-২৩ মার্চ	নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা
২০ মার্চ, শনিবার	হস্তী শোভাযাত্রা
২৪ মার্চ, বুধবার	শ্রীশ্রীরাধামাধব নৌকাবিহার ও পরিক্রমা ফিরে আসা
২৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার	একাদশী ও গঙ্গাপূজা
২৬ মার্চ, শুক্রবার	শান্তিপুর উৎসব ও হস্তী শোভাযাত্রা
২৭ মার্চ, শনিবার	শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রা ও অস্থিভস্ম বিসর্জন
২৮ মার্চ, রবিবার	শ্রীগৌরপূর্ণিমা
২৯ মার্চ, সোমবার	শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ উৎসব
৩০ মার্চ, মঙ্গলবার	ভক্তদের প্রস্থান

৭মার্চ-৩০ মার্চ ২০২১, ইসকন শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

প্রশ্ন ১। গীতায় (৮।৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অন্তিমকালে যে আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করে সে নিঃসন্দেহে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। এখন প্রশ্ন হলো ১) যে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে কিনা? ২) কেউ সারা জীবন পাপাচার করে অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলো, তার গতি কি? ৩) কেউ সারাজীবন ভক্তি অনুশীলন করে অন্তিমে হরিস্মরণ করতে পারলো না, তার গতি কি? ৪) মদ্ভাবং যাতি—'আমার ভাব প্রাপ্ত হন' কথাটির অর্থ কি? ৫) স্মরণশীল ব্যক্তির ভাব কিরকম?

—**সুচিত্রাগোপী দেবী দাসী,** হাওড়া

উত্তর ঃ ১) যে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে না। ভক্ত্যাবিশ্য মনো যস্মিন্ (ভাগবত ১।৯।২৩) যাঁর মন ভক্তিসমাহিত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট, তিনিই স্মরণ করতে পারেন।

যার মন বিষয় ভোগে, আমিষ ভক্ষণে, অবৈধ সঙ্গে, মাদক সেবনে আসক্ত। যার মন ভক্ত নিন্দায় কলুষিত। যার মন আত্ম অহমিকায় উদ্ধত। সেই মনে কৃষ্ণস্মৃতি আসে না।

২) ব্রহ্মা বলছেন, নামানি যে অসুবিগমে বিবশা যস্য গৃণন্তি তে অনৈকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা সংযাতি অপাবৃতামৃতং। (ভাগবত ৩।৯।১৫) কেউ যদি দেহত্যাগ কালে অজ্ঞাতসারেও শ্রীভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তবে তিনি অবশ্যই তৎক্ষণাৎ জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করেন। পাপাচারী অজামিল অন্তিমকালে 'নারায়ণ' উচ্চারণ করে যমদূতদের হাত থেকে উদ্ধার পেলেন।

৩) সারা জীবন ভক্তি অনুশীলন করলেও জড়জগতে কোনও কিছুর প্রতি বা কারও প্রতি মন আবিষ্ট থাকার ফলে মরণকালে হরিস্মরণ না হতে পারে। রাজ্য, স্ত্রীপুত্র, প্রাসাদ, ধনদৌলত ত্যাগ করে এসে ভরত মহারাজ বনে হরি আরাধনা করছিলেন। এক নবজাত অনাথ হরিণ শিশুকে পালন করেছিলেন। হরিণটি সব সময় তাঁর কাছে থাকতো। মরবার সময় হরিচিন্তার বদলে হরিণচিন্তা হলো। তাই ভরত মহারাজকে হরিণ জন্ম পেতে হলো। হরিণ জন্ম পেলেও অন্য হরিণের সঙ্গে না থেকে ভক্ত মুনিঋষিদের কাছেই অবস্থান করে দিন যাপন করেন। পরজীবনে হরি ভজনের সুযোগ নেন।

৪) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমার ভাব প্রাপ্ত হন' অর্থাৎ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যে রকম পাপকলুষ লেশ শূন্য, আমার স্মরণকারীও সেই রকম। স্মরণকারী ভক্তও শ্রীভগবানের মতোই অপহতপাপ্মাত্বাদি গুণ বিশিষ্ট বা কর্মবশ্যতা-গন্ধ-শূন্য অর্থাৎ সমস্ত জড় কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন এবং অনাবিল সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করেন।

৫) যিনি বহুদিন অসহ্য নির্যাতনের মধ্যেও সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদশূন্য হয়ে দিনরাত হরিনামই করে গেছেন সেই নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর কাকুতি করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে বলছেন—

তোমার স্মরণ হীন, পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর।
শচীর নন্দন, বাপ, কৃপা করো মোরে।
কুকুর করিয়া মোরে রাখো ভক্তঘরে।। (চৈ.ভা.ম ১০।৮৮)

'হে শচীনন্দন! আমি তোমাকে স্মরণ করিনি। কেননা পাপের মধ্যেই আমার জন্ম। তবুও কৃপাময় তোমার কাছে মিনতি এই যে, তোমার ভক্তদের উচ্ছিষ্ট আমাকে দিয়ে আমার জীবন সাফল্যমণ্ডিত করো। গৃহস্বামী যেমন কুকুরকে উচ্ছিষ্ট বেতন দিয়ে গৃহরক্ষা কাজে নিযুক্ত করে, তেমনই আমাকে ভক্তগৃহে প্রতিষ্ঠিত করো।'

তাঁর এই মিনতি শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, 'তুমি জগতের শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষ। আমার কাছে কিংবা কোনও বৈষ্ণবচরণে তোমার কোনও অপরাধ হবে না। তোমার ভৃত্য রূপে যদি কেউ একদিনও বাস করে, অথবা তুমি কৃপা করে অতি অল্প সময়ের জন্য কারও সাথে বাক্যালাপ করো, তাহলে তারও শ্রীভগবানের চরণ প্রাপ্তি অনিবার্য।'

প্রশ্নোত্তরে ঃ **সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

পারমার্থিক প্রগতির জন্য সর্বোত্তম আহার

আমাদের পারমার্থিক প্রগতিতে আহারের ভূমিকা কি? আমরা কি যা কিছু বা সবকিছু আহার করে ভগবৎ প্রেম লাভের আশা করতে পারি? অবশ্যই নয়।

সেইজন্যই বেদ আমাদের পারমার্থিক জাগরণের জন্য কোন্ প্রকারের আহার গ্রহণ করা উচিত তার নির্দেশ প্রদান করে। বৈদিক শাস্ত্র একথাও বলে যে পারমার্থিক জীবনে প্রগতির জন্য কোন্ ধরনের আহার আমাদের পক্ষে বর্জনীয়।

আমরা সবাই আহার করি। আহার ব্যতীত আমাদের কেউ বাঁচতে পারে না। সেইহেতু আমরা দেখি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রান্তে অসংখ্য খাবারের দোকান গড়ে উঠছে।

কিন্তু পারমার্থিক জীবনে আমরা যদি প্রগতি করতে অভিলাষ করি সেক্ষেত্রে কোন্ ধরনের খাদ্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত সেই সম্বন্ধে সাবধান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এর কারণ ঃ

যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তা আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে।

খাদ্যের পরিমাণ আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে।

অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৬।১৬ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "হে অর্জুন, অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় ও নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগী হওয়া সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে, বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের নেতা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীউপদেশামৃত গ্রন্থে জিহ্বা ও উদর বেগ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখেছেন। এবং পরবর্তী শ্লোকে অত্যাহার বর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখেছেন।

পবিত্র গ্রন্থ এবং পবিত্র সাধুগণ সঠিক আহার সঠিক পরিমাণে করার নির্দেশিকা দিয়েছেন।

তাঁরা কখনোও আহার পরিত্যাগ করতে বলেন নি। তাঁরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এমনভাবে আহার করতে যাতে আমরা আমাদের চেতনাকে উন্নত করতে পারি।

ঠিক যেমন একটি অনিয়ন্ত্রিত মন আমাদের পারমার্থিক জীবনের সবথেকে বড় শত্রু এবং একটি নিয়ন্ত্রিত মন আমাদের পারমার্থিক জাগরণ ত্বরান্বিত করে। অনুরূপভাবে, অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আমাদের পারমার্থিক প্রগতিতে বাধা প্রদান করে এবং একটি নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আমাদের পারমার্থিক প্রগতির সহায়ক।

আহার আমাদের সার্বিক সুস্থতায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটি শুধুমাত্র আমাদের দেহেরই

পুষ্টিসাধন করে তা নয়, যদি আমরা সঠিক আহার গ্রহণ করি তা আমাদের আত্মাকেও পরিপুষ্ট করে।

যদি আমরা শুদ্ধ আহার গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে এটি আমাদের জীবনকে রূপান্তরিত করে। সেইজন্য বৈদিক শাস্ত্রসমূহ বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক খাদ্যের মহিমা কীর্তন করেছে। নারদমুনি আধ্যাত্মিক খাদ্য গ্রহণ করে পবিত্র হয়েছিলেন। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক খাদ্যগ্রহণ এক চাকরানীর পুত্রকে মহান ভক্তে রূপান্তরিত করে।

নারদ মুনি পূর্বজন্মে এক চাকরানীর পুত্র ছিলেন। একদা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভক্তিবেদান্তদের পাত্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

শুদ্ধ আহারের কয়েক গ্রাস গ্রহণ করে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়েছিলেন। ভক্তিযোগ অভ্যাসের তীব্র অভিলাষ তাঁর মধ্যে জাগরিত হয়েছিল। তিনি ভগবানের এক শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। পরবর্তী জীবনে তিনি দেবর্ষি নারদ মুনি রূপে ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় বহু মহান আত্মাকে ভগবৎ প্রেমলাভের পথনির্দেশ দিয়েছিলেন।

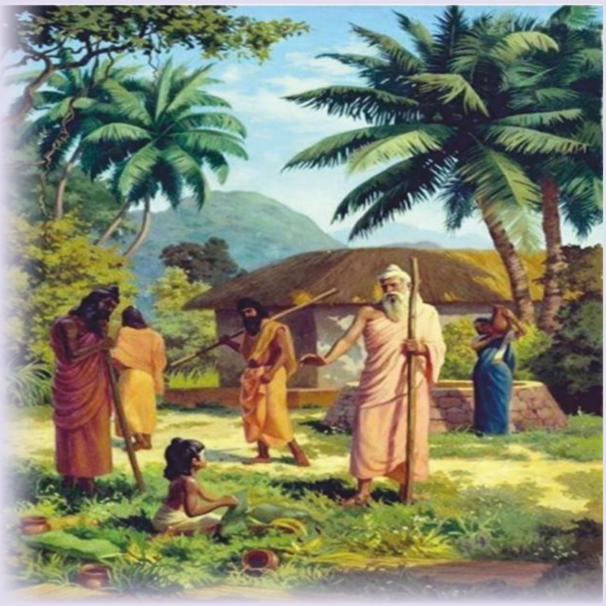

যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, যে জল আমরা পান করি সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের দিয়েছেন। আমাদের আহার প্রদান করার জন্য আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেইহেতু কৃতজ্ঞতা ও প্রেমপূর্বক রন্ধন করে তাঁকে আহার নিবেদন করা এবং ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করা আমাদের উচিত।

কোন্ ধরনের আহার্য গ্রহণীয়?

এটা নির্ধারণ করা খুব সহজ। যদি আহার ভগবানকে নিবেদন করা যায়, আমরা সেই আহার গ্রহণ করতে পারি। যে আহার্য ভগবানকে নিবেদন করা যায় না আমাদের সেই আহার্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

সরল ভাবঃ

যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আহার গ্রহণ করেন, আমরাও আহার করতে পারি।

যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আহার গ্রহণ করতে না পারেন, আমরাও গ্রহণ করতে পারি না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি আহার গ্রহণ করতে পারেন তা তিনি স্বয়ং বলেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৯।২৬ তিনি বলেছেন।

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।২৬ একই শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি তাঁকে কেবল সেই জিনিসগুলিই অর্পণ করেন, যা তাঁর প্রিয়। তিনি কখনও অবাঞ্ছিত অথবা প্রতিকূল বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন না। তাই মাছ, মাংস, ডিম আদি কখনই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য নয়, যদি শ্রীকৃষ্ণ চাইতেন যে, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি তাঁকে অর্পণ করা হোক, তাহলে তিনি সেই কথা বলতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন যে, পাতা, ফল, ফুল ও জল ইত্যাদি দ্রব্যই যেন কেবল তাঁকে অর্পণ করা হয়। এই প্রকার ভোগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, "আমি সেগুলি গ্রহণ করবো।"

ভগবদ্গীতা ৯।২৬ তাৎপর্য

যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন আমাকে নিরামিষ আহার অর্পণ কর, সেক্ষেত্রে আমাদের তাঁকে তাই অর্পণ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণও

পেঁয়াজ এবং রসুন গ্রহণ করেন না, সেইহেতু আমাদেরও পেঁয়াজ এবং রসুন বর্জন করা উচিত।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পেঁয়াজ-রসুন বর্জিত নিরামিষ আহার শুধুমাত্র গ্রহণ করেন, সেইহেতু আমাদেরও পেঁয়াজ এবং রসুন বর্জিত নিরামিষ আহারই শুধু গ্রহণ করা উচিত।

আমাদের মাংস, মাছ এবং ডিম জাতীয় আমিষ আহার বর্জন করা উচিত। নিরীহ পশু হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ চরম পাপ।

যে সকল লোকেরা পশুহত্যা করে তাদের প্রকৃতির আইনে শাস্তি পেতে হয়।

যদি আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি এমন খাদ্য গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে কি ঘটবে?

যদি আমরা সরকারকে কর না দিই সেক্ষেত্রে কি ঘটে? আমরা শাস্তি পাই।

দূষিত খাদ্য গ্রহণ করলে কি ঘটে? আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। অনুরূপে, যখন আমরা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে খাদ্য নিবেদন না করি, তখন আমরা শাস্তি পাই। যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে আহার নিবেদন না করি তখন খাদ্য অশুদ্ধ থাকে এবং সেই অশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করলে আমরা যন্ত্রণা ভোগ করি।

যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, যে জল আমরা পান করি সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবান আমাদের দিয়েছেন। আমাদের আহার প্রদান করার জন্য আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেইহেতু কৃতজ্ঞতা ও প্রেমপূর্বক রন্ধন করে তাঁকে আহার নিবেদন করা এবং ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করা আমাদের উচিত।

ভগবৎ ভক্তগণ সকল পাপ হতে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে। ভগবদ্গীতা ৩।১৩

যে আহার আমরা গ্রহণ করি তা আমাদের পারমার্থিক প্রগতিকে প্রভাবিত করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৭ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ সত্ত্বগুণের আহার, রজোগুণের আহার এবং তমোগুণের আহার।

সত্ত্বগুণের আহার ঃ

সত্ত্বগুণের আহার হলো রসযুক্ত, স্নেহপদার্থযুক্ত, উপকারী এবং হৃদয়ের প্রীতিবর্ধনকারী।

এইরূপ খাদ্য বলবর্ধনকারী ও পবিত্র। এটি আয়ু বর্ধনকারী।

রজোগুণের আহার ঃ

এইরূপ আহার অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক এবং অতি প্রদাহকর। অত্যন্ত উষ্ণ অর্থাৎ মসলাযুক্ত।

এই আহার দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ।

তমোগুণের আহার ঃ

এইরূপ আহার নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী।

অমেধ্য দ্রব্য যুক্ত আহার যেমন মাংস, মাছ এবং ডিম হলো তমোগুণের আহার।

সেইহেতু আমাদের সত্ত্বগুণের আহার গ্রহণ করা উচিত কারণ এই প্রকার আহার আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের বিকাশের সহায়ক যা পারমার্থিক প্রগতিতে সাহায্য করে।

অত্যাহার করা উচিত নয়। 'শ্রীউপদেশামৃত' দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন যে আমাদের অত্যাহার করা উচিত নয় অর্থাৎ আমাদের অতিরিক্ত আহার করা অনুচিত। এমন কি প্রসাদও নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় গ্রহণ করা উচিত।

খাদ্যের প্রতি আসক্ত হওয়া নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

আমাদের পারমার্থিক জাগরণে আহারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইহেতু আমাদের কোন্ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, কোন্‌টি নয়, সে বিষয়ে শাস্ত্র আমাদের নির্দেশ প্রদান করে। যদি আমরা যথাযথভাবে এই নীতিগুলি অনুসরণ করি তাহলে আমরা আমাদের পারমার্থিক জীবনে প্রগতি লাভ করবো।

– পুরুষোত্তম নিতাই দাস

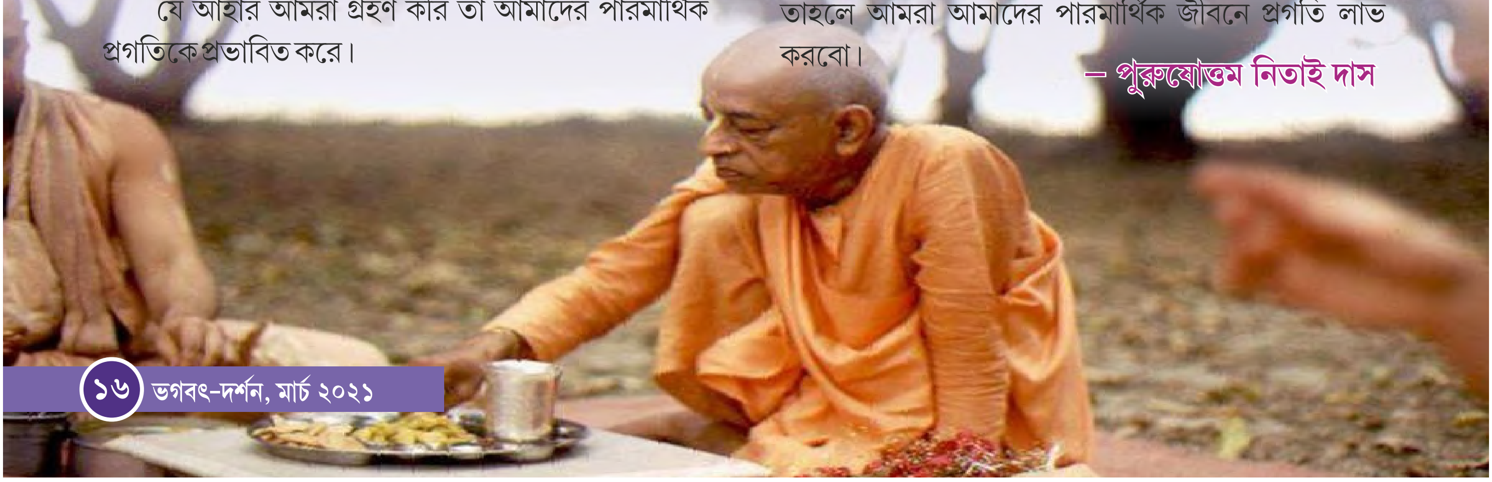

কাশ্মীরি পোলাও

উপকরণ ঃ বাসমতী চাল ৫০০ গ্রাম। আধা কাপ আখরোট। আধা কাপ এলমণ্ড। আধা কাপ কাজুবাদাম। ঘি ২০০ গ্রাম। শাহী গরম মশলা গুঁড়ো ১ টেবিল-চামচ। আদা বাটা ১ টেবিল-চামচ। মৌরী বাটা ১ টেবিল-চামচ, গোলাপ জল ২ টেবিল-চামচ। চিনি ২ টেবিল-চামচ। আধা কাপ দুধে ১চিমটি কেশর ভেজানো। পাতিলেবুর রস ২ টেবিল-চামচ। লবণ পরিমাণ মতো। কাঁচা লংকা কুচি ১ টেবিল-চামচ।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ আঁচে একটা পাত্রে জল ফুটিয়ে চাল সেদ্ধ করে নিন। ভাত যেন না ভেঙ্গে যায় বা বেশী সেদ্ধ না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

কড়াই উনুনে বসিয়ে গরম হলে ঘি দিন। তাতে আদা বাটা, মৌরী বাটা দিয়ে খুনতিতে নাড়িয়ে শাহী গরম মশলা গুঁড়ো দিন। লংকা কুচি দিন। আখরোট কুচি, এলমণ্ড কুচি ও কাজুবাদাম টুকরো দিয়ে কষিয়ে নিন।

তাতে ভাত ঢেলে দিন। লবণ ও চিনি দিন। ভালো করে নাড়িয়ে তিন-চার মিনিট পর গোলাপ জল, লেবুর রস দিয়ে নাড়িয়ে দিন। আঁচ বন্ধ করে দিন। কড়াইতে কেশর ভেজানো দুধ ঢেলে দিয়ে একটি ঢাকনা চাপা দিয়ে রাখুন।

পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা খুলে এই পোলাও গরম গরম অবস্থায় থালাতে নিয়ে, বাটিতে স্যালাড সহযোগে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

—**রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী**

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন ৩।৩৬ নং শ্লোক

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তৃতীয় প্রশ্ন করেছিলেন তৃতীয় অধ্যায়ের ছত্রিশ নং শ্লোকে—

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।

অর্জুন বললেন—হে বার্ষ্ণেয়! মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়? অর্জুনের মনে এই ধরনের প্রশ্নের উদয় কেন হলো সেই সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করব। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, 'হে জনার্দন, হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি-বিষয়িনী বুদ্ধি শ্রেয়তর হয়, তাহলে তুমি আমাকে কর্মে প্ররোচিত করছো কেন?' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মনোভাব বুঝতে পেরে ধারাবাহিক ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। ভগবান বলতে শুরু করলেন, হে অর্জুন তুমি মন দিয়ে শোন, দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাবপ্রবণতা, আর ধর্মবিহীন দর্শন হচ্ছে জল্পনা-কল্পনা। তুমি যে বৈরাগ্যের পথ বা সন্ন্যাসের পথ গ্রহণ করতে চাইছো সেটা ঠিক নয়। কারণ তুমি এখন অপরিপক্ক অবস্থায় আছো—যেহেতু এখনও তোমার পিতামহ ও গুরুদেব দ্রোণাচার্যের প্রতি ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আসক্তি আছে। এ ছাড়াও হে অর্জুন! এটা ভালোভাবে জানা দরকার যে, কর্মফলের জন্য কর্ম ত্যাগ করা যায় না, আবার কর্ম ত্যাগের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। সকলকেই অসহায় ভাবে কর্ম করতে হয়। আত্মার ধর্মই হচ্ছে কর্ম করা। কেউ যদি কর্মেন্দ্রিয়গুলি সংযত রেখে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করে সে ভণ্ড। তার থেকে ভালো, সন্ন্যাসী না হয়ে গৃহস্থ হয়ে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা।

বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তিতে কর্তব্য কর্ম করাকে বলে কর্ম। আর যখন বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তিতে কর্তব্যকর্মগুলি ফলের আশা নিয়ে করা হয় তাকে বলা হয় কর্মকাণ্ড। আর যখন ভগবানের প্রীতি বিধানের জন্য করা হয় তা কর্মযোগ। তাই

হে অর্জুন, খামখেয়ালী হয়ে কিছু করা উচিত নয়। আমার নির্দেশ মতো যুদ্ধ করো, যেহেতু তুমি ক্ষত্রিয় তাই সেটাই হবে কর্মযোগ। এর ফলে তুমি কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়বে না।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যদি কেউ জড় জীবনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ে এবং নিস্কাম কর্ম করতে না পারে তার কি গতি হবে—এই বিষয়টিও বোঝাবার জন্য ভগবান ৩।১০ থেকে ৩।১৬নং শ্লোকের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে ধীরে ধীরে ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ভগবান দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য বললেন জনক আদি রাজারাও কর্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এছাড়া হে অর্জুন তুমি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাই জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য

তোমার কর্তব্যকর্ম করা উচিত। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষ সব সময় অনুসরণ করে। তাই তোমার কাজ হলো সাধারণ মানুষের উন্নতি সাধন করা। তা না করে তুমি যদি বনে গিয়ে ভিক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে তোমাকে অনুসরণ করে তাদের অবনতি ঘটবে। কারণ তারা বিচার করবে না তাদের যোগ্যতার কথা।

শেষে ভগবান বললেন, অর্জুন এই ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্তব্য নেই, তবুও আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি। যদি অনলস হয়ে কর্তব্য কর্ম না করি তাহলে সমস্ত মানুষই কর্ম ত্যাগ করবে, উৎসন্নে যাবে, আমি বর্ণসংকর সৃষ্টির কারণ হবো এবং এর ফলে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে। হে ভারত, অজ্ঞানীরা কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম

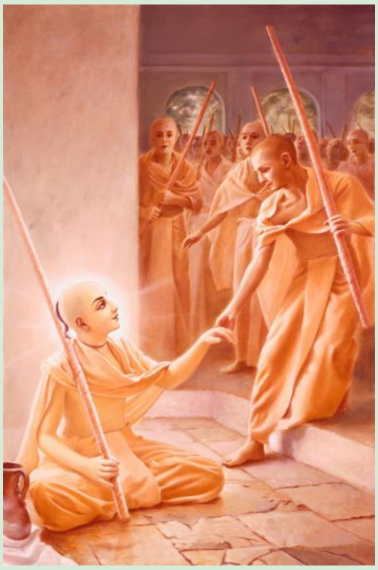

করে, কিন্তু জ্ঞানীরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। অতএব হে অর্জুন! অধ্যাত্মচেতনা-সম্পন্ন হয়ে তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ করো এবং মমতা শূন্য, নিস্কাম ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ করো। কিন্তু যারা অসূয়া পূর্বক আমার এই উপদেশ পালন করে না,—তারা সমস্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত এবং পরমার্থ লাভের সকল প্রচেষ্টা থেকে ভ্রষ্ট বলে জানবে। জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাঁর স্বভাব অনুসারে কার্য করেন, কারণ প্রত্যেকেই ত্রিগুণজাত তাঁর স্বীয় স্বভাবকে অনুসরণ করে। স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয় তাও মঙ্গলজনক কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপদজনক।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন পুত্রের কর্তব্য পিতার সেবা করা; কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ কি তাঁর স্ব-ধর্ম লঙ্ঘন করেছিলেন? নারীর কর্তব্য স্বামীর সেবা ও আদেশ পালন করা, কিন্তু যাজ্ঞিক পত্নীরা কি তাঁদের স্ব-ধর্ম পালন করেছিলেন? শিষ্যের কর্তব্য গুরুকে মান্য করা কিন্তু বলিমহারাজ ভগবানের বামনরূপী অবতারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো দান করে কি স্ব-ধর্ম পালন করেছিলেন। হ্যাঁ! যদি কেউ ভগবানের সেবা করার জন্য নিজ স্ব-ধর্ম লঙ্ঘন করে তা হলে কোন ভুল হবে না।

যেমন—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত রাখার জন্য বৃদ্ধা মাকে এবং যুবতী স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অর্জুন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপদ্ম হতে শুনলেন স্ব-ধর্ম আচরণে যদি মৃত্যুও হয় তাও মঙ্গলজনক এবং বেঁচে থাকাও মঙ্গলজনক, কিন্তু পরধর্মে বেঁচে থাকা ও মৃত্যুবরণ করা দুই অমঙ্গলজনক। তখন অর্জুন চিন্তা করলেন, ভিতর থেকে কোন শক্তি স্ব-ধর্ম পালন করতে বাধা দিয়ে পাপকর্মে নিযুক্ত করছে। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ জীব মূলতঃ চিন্ময়, পবিত্র এবং সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই সে জড় জগতের পাপের অধীন নয়। কিন্তু সে যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন বিনা দ্বিধায় ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে নানা রকম পাপ কার্যে লিপ্ত হয়। যদিও জীব কখনও কখনও পাপকর্ম করতে চায় না, তবুও যে পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেহের মধ্যে ভগবান পরমাত্মা রূপে অবস্থান করে কিন্তু পাপকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন না, কিন্তু জীব তা সত্ত্বেও পাপ কার্যে লিপ্ত হয়।

হে বার্ষ্ণেয়! আমার মাতামহের কুলে বৃষ্ণিবংশে আপনি যখন কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হয়েছেন তাই আমি কদাপি আপনার উপেক্ষণীয় নই। আপনি বলেছেন আত্মা চিন্ময়, পবিত্র জীবের স্বভাবে পাপাচরণ নেই, তা হলে কে জীবকে পাপে রত করে? ৩।৩৬ নং শ্লোক।

অর্জুনের প্রশ্ন শ্রবণ করে ভগবান এর গূঢ় কারণ ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। ৩।৩৭

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন—জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তার অন্তরের শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেম রজোগুণের প্রভাবে কামে পর্যবসিত হয়। যেমন টক তেঁতুলের সংস্পর্শে দুধ দই হয়ে যায়; তেমনই ভগবানের প্রতি আমাদের অপ্রাকৃত প্রেম কামে রূপান্তরিত হয়। তারপর কামের অতৃপ্তির ফলে হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধ থেকে মোহ এবং এইভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জীব জড়জগতের বন্ধনে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই, কামই হচ্ছে জীবের বড় শত্রু। জীবের শুদ্ধ চেতনা বিভিন্ন মাত্রায় কামের দ্বারা আবৃত থাকে। এই কামের আশ্রয়স্থল হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি। তাই হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক পাপের প্রতীক রূপ এই কামকে বিনাশ করো। কিভাবে করবে? অজ্ঞানরূপী কামকে জ্ঞানরূপী অস্ত্র দ্বারা ছেদন করে।

রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

একজন ভক্ত শ্রীমদ্ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজকে প্রশ্ন করেছেন ইসকনে প্রবেশ করলেই চারটি পাপ কর্মকে ত্যাগ করা খুব সহজ হয়ে যায়। কিন্তু কামকে জয় করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। মহারাজ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন ৮৪ লক্ষ প্রকার প্রজাতি আছে, কোন জনমে কামকে ত্যাগ করিনি—তাই জয় করা কঠিন।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

ভারতীয় সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি ইসকন মায়াপুর পরিদর্শন করলেন

ভারতীয় সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি ১০ই জানুয়ারী, ২০২১ প্রথম বারের জন্য শ্রীধাম মায়াপুর পরিদর্শন করলেন।

সমস্ত অ্যাকাউন্ট কমিটির মধ্যে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি হচ্ছে প্রবীণতম এবং ভারত সরকারের খরচসমূহ নিরীক্ষণের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সংস্থা।

প্রায় যাট জন সদস্য বিশিষ্ট বহুদল সমন্বিত প্রতিনিধি দল যার মধ্যে মাননীয় সাংসদ শ্রীজগদম্বিকা পাল (উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী), শ্রীসত্যপাল সিং (প্রাক্তন উপমন্ত্রী/মানব সম্পদ বিকাশ), শ্রীরাম কৃপালু যাদব (প্রাক্তন উপমন্ত্রী মানব সম্পদ বিকাশ), শ্রীঅধীর রঞ্জন চৌধুরী ও তৎসহ অন্যান্য সাংসদ, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, লোকসভা আধিকারিকগণ ও নিয়ামক এবং অডিটর জেনারেল সম্মিলিত ছিলেন।

এই প্রতিনিধি দলটিকে দয়ারাম প্রভু, সুবেক্ষণ প্রভু, মাধব গৌরাঙ্গ প্রভু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তগণ স্বাগতম জানান। ঐ প্রতিনিধিদল শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্প অর্পন করেন এবং শ্রীবিগ্রহের দর্শন করেন তারপর ব্রজবিলাস প্রভুর নেতৃত্বে তারা TOVP পরিদর্শন করেন, তাঁরা মন্দিরের সুবিশাল আকৃতি এবং নির্মাণ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান এবং অম্বরীষ প্রভু ও তাঁর দলের কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এই প্রতিনিধি দলটি গুরুকুলও পরিদর্শন করে অতি আনন্দিত হন এবং সেখানে প্রায় এক ঘন্টা কাটান, সেখানকার সুযোগ সুবিধা দেখেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দলের একজন প্রতিনিধির বক্তব্যটি হলো, ‘‘প্রকৃতপক্ষে এই স্থানটি এই জগতের বাইরে এবং আমি বিশ্বাস করতে পারিনা যে কেন আমি এত দিন এখানে আসিনি।’’ শ্রীঅধীর রঞ্জন চৌধুরী ইসকনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের সম্পর্কে বলেছেন, ‘‘তিনি এই জগতে শুধুমাত্র সেবা এবং প্রেমের বাণী প্রচার ও প্রসার করেছেন’’।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি সম্মান এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁরা ভারত সরকারের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের ১২৫তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ২০২১ সালে তাঁর নামে একটি মুদ্রা প্রকাশের প্রস্তাব প্রদানে সম্মত হয়েছেন।

মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশনে ‘‘হরেকৃষ্ণ বুক্‌স্’’ দোকানের শুভ উদ্বোধন

মুম্বাই সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশন যা তার বিখ্যাত স্থাপত্য এবং যাত্রী আগমনের জন্য ভারতবর্ষের এক প্রসিদ্ধ প্রান্তিক স্টেশন ইতিহাসের এক সাক্ষী হয়ে থাকলো যখন ৭ই জানুয়ারী ২০২১ সালে সেখানে প্রথম ইসকনের ‘‘হরেকৃষ্ণ বুক্‌স্’’ দোকানের শুভ উদ্বোধন হলো।

এই স্থায়ী পুস্তকের দোকানটি পরিকল্পনা মাফিক মুম্বাই সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনের ১নং ও ২নং প্ল্যাটফর্মের ওপর স্থাপন করা হয় যেখানে সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত ট্রেন সমূহ দাঁড়ায়।

এই দোকানটির উদ্বোধন করেন রাজ্যসভার মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা চর্তুবেদী। সঙ্গে ছিলেন পশ্চিম রেলওয়ের মহাপ্রবন্ধক শ্রীঅশোক বনসাল। রেল প্রবন্ধক শ্রীসত্যকুমার মণ্ডল মহাশয়ও অনুষ্ঠানটির গরিমা বৃদ্ধি করেন।

শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা চর্তুবেদী শ্রীমদ্ভভগবদ্‌গীতা বিতরণ এবং ভারতবর্ষের নাগরিকদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য বিকাশে ইসকনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন । তিনি ইসকন ভক্তদের নিঃস্বার্থ সেবার মূল্যটি শ্রোতাদের মনে গেঁথে দেন।

হরেকৃষ্ণ বুকস দোকানটির বৈশিষ্ঠ্য ঃ

—আন্তর্জাতিক ভগবদ্‌গীতা প্রদর্শনী—সমস্ত ভাষায় গীতার প্রদর্শনী।

—ভগবদ্‌গীতা এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থ সমূহ বিভিন্ন ভাষাতে।

—শিশুদের গ্রন্থ শিশু প্রজন্মকে নিয়োজিত করার জন্য।

ব্রজ হরি দাস (ইসকন জুহু) পশ্চিম রেল মণ্ডলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন কারণ তারা সহৃদয়তার সঙ্গে অনুমতি প্রদান করেন এবং মানবতা বিকাশ ও উন্নতি সাধনে সহায়তা করেন যা বৈদিক গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে সকলের নিকট পারমার্থিক জ্ঞান, শান্তি এবং সুখ বহন করে নিয়ে আসে।

মায়াপুর ইসকন্‌ মন্দিরে গীতা জয়ন্তী উৎসব

২৩শে ডিসেম্বর মায়াপুর ইসকনে সাড়ম্বরে রজত জয়ন্তী বর্ষের গীতা জয়ন্তী উৎসবের সূচনা হলো। লকডাউনের দীর্ঘ নীরবতার পর ২০০০ অতিথি গীতা জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করতে মায়াপুর এসে পৌঁছেছিলেন। উৎসবের সূচনা করতে গিয়ে শ্রীমৎ ভক্তিবিজয় ভাগবত স্বামী জানালেন প্রায় ২০,০০০ ছাত্র গীতা স্টাডি কোর্সের গ্রেড ওয়ানের জন্য নাম নিবন্ধিকরণ করেছে এবং এটি প্রকাশ করে এই রাজবিদ্যা গ্রহণের জন্য মানুষ কত আগ্রহী।

শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী যিনি ভক্তিবেদান্ত গীতা আকাডেমীর নির্দেশক জোর দিয়ে বললেন যে ভগবদ্‌গীতা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি স্তম্ভ। মায়াপুর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রীপাদ সুবেক্ষণ দাস, ভক্তিবেদান্ত গীতা আকাডেমীর প্রধান শ্রীপাদ লক্ষ্মী গোবিন্দ দাস, শ্রীপাদ শচীকুমার দাস এবং বহু বরিষ্ঠ ভক্তগণ উপস্থিত থেকে উৎসবকে আশীর্বাদধন্য করেন।

২৫শে ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তী দিবসে বেলা ৮ ঘটিকা থেকে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা শ্লোক পাঠ এবং গীতা যজ্ঞও সংঘটিত হয়।

কৃষ্ণকেয়ার কর্তৃক খ্রীষ্টমাস দিবসে রুগ্ন শিশুর পিতামাতাকে খাদ্য সরবরাহ

কৃষ্ণকেয়ার বিগত খ্রীষ্টমাস দিবসে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং ফ্লোরিডার জেন সিলভে অন্যান্য দুঃস্থদের রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড হাউসে গরম গরম কৃষ্ণপ্রসাদ পরিবেশন করলো।

মাতা পিতা যারা জেন সিলভেতে স্যাণ্ডস হাসপাতালের সন্নিকটে অবস্থিত নিঃশুল্ক পরিবার এবং শিশু-দাতব্যতে বসবাস করেন যখন তাদের ছেলেমেয়েরা দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে থাকে।

কৃষ্ণকেয়ার জেনসিলভের কৃষ্ণহাউসের আবাসিকগণ দ্বারা পরিচালিত। এই সংস্থাটি রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড হাউসে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ষাটটি ভোজন সরবরাহ করে এবং কোন বিশেষ অনুষ্ঠান যেমন খ্রীষ্টমাস বা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ইত্যাদিতে এর দ্বিগুণ খাদ্য সরবরাহ করে।

শ্রুতিসাগর দাস বলেন, “রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড হাউসের প্রণেতাগণ বলেন যে এই পরিবারগুলি এত সুন্দর গরম স্বাস্থ্যকর নিরামিষ তাজা ভোজন পেয়ে অতি আনন্দিত। তারা এই ভেবে আনন্দিত যে এখনো অনেক মানুষ আছেন যারা তাদের যত্ন নেন বিশেষ করে খ্রীষ্টমাসে যা অবশ্যই উপহার বিতরণের মরশুম।”

কৃষ্ণকেয়ারের কার্যক্রমটি স্থানীয় CBS মান্যতা প্রাপ্ত চ্যানেল ফোর নিউজ সম্প্রচার করে। শ্রুতিসাগর দাস সাক্ষাৎকারের সময় সাংবাদিককে বলেন, “সংস্থার সভাপতি বলেন, প্রকৃত পক্ষে এই অতিমারি অনেক স্বেচ্ছা দাতার জন্ম দিয়েছে।”

পদযাত্রা দ্বারকা থেকে সর্ব ভারতীয় ভ্রমণে পদার্পণ করলো

২০২১, ৬ই জানুয়ারী সর্ব ভারতীয় পদযাত্রার (তীর্থযাত্রা) সপ্তম সর্বভারতীয় যাত্রা এবং চারধাম যাত্রার সূচনা করলো। ১৯৮৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রাধাষ্টমীর দিন সূচিত হয়ে এই পদযাত্রা নিরবচ্ছিন্নরূপে ছত্রিশ বৎসর যাবৎ চলে আসছে যা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী যাত্রা করে তার ষষ্ঠ চক্র এই নববর্ষে দ্বারকাতে সম্পূর্ণ করলো।

চৈতন্যচন্দ্র দাসের তত্ত্বাবধানে নগরের প্রবেশদ্বারে নির্মিত পদযাত্রা দ্বারকা গেট করা হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ১৮ই মার্চের প্রথম পদযাত্রা সমাপ্তির স্মরণে যা পরবর্তীকালে ‘ইসকন গেট’ নামে বিখ্যাত হয়।

ইসকন দ্বারকা এই পদযাত্রা সম্মানে মালা, পুষ্প বৃষ্টিসহ যোগে মহাস্বাগতম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। রূপ রঘুনাথ স্বামী জমায়েতকে সম্বোধন করে বলেন, ‘শ্রীল প্রভুপাদ লোকনাথ মহারাজকে এই পদযাত্রার সূচনা করতে বলেন এবং বর্তমানে এই পদযাত্রা সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করছে এবং ভগবানের দিব্যবাণী প্রচার করছে। এখন শুধুমাত্র একটি পদযাত্রা নয়, এখন আরও তিনটি পদযাত্রা মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের রাস্তায় ভ্রমণরত। লক্ষ্য হলো এই যে, এই রকম লক্ষ লক্ষ পদযাত্রা গাড়ী ঘুরে ঘুরে প্রচার করবে। আপনিও আপনার স্থানে পদযাত্রা শুরু করতে পারেন।’

পদযাত্রা শুধুমাত্র নগরে, গ্রামে সর্বত্র বা গ্রামের মধ্যে ভগবানের দিব্য নামই প্রচার করে না, অংশগ্রহণকারীরা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণেও সফল। ২০২০ সালে তারা ১২,৭৯৬টি ছোট গ্রন্থ, ৫৩০ মাঝারী গ্রন্থ, ৪৩৭ বড় গ্রন্থ, ৯১৩৭ অতি বড় গ্রন্থ সর্ব সাকুল্যে ২২,৯০০ গ্রন্থ বিতরণ করেছে।

জয় এবং কালীয় বলদ যারা গাড়ী টানবে তাদেরকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল, তাদের পদসমূহ ধৌত করা হয়েছিল কারণ এই মহান আত্মারা তাদেব কাঁধে ভগবানকে বহন করবে।

অনলাইনে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরসুন্দরের দর্শন প্রচার করা হয়েছিল যাতে করে সকলে ভগবানের কৃপালাভ করেন। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জপ সহযোগে ঐতিহাসিক পদযাত্রা গেটের অভিমুখে গমন করা হয়েছিল যেখানে নগর সভাপতি এবং আধিকারিকগণ মুখ্য অতিথিরূপে সম্মিলিত হন। তাঁরা পদযাত্রীদের উৎসাহিত করেন এবং মানবতার প্রতি মহান সেবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইসকন পানিহাটীতে নববর্ষ অনুষ্ঠান

ইসকন পানিহাটি ঃ এখানে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই মন্দিরে গীতাজয়ন্তী উৎসবে গীতামাহাত্ম্য কীর্তন, গীতাযজ্ঞ, ডিসেম্বর ’২০ অনুষ্ঠিত হলো। গত বছর ওয়ার্লড সংকীর্তন নিউজ লেটার প্রকাশিত দশটি মন্দির, যেখানে ভক্ত সংখ্যা ১৫-২০ জন তাদের মধ্যে ইসকন পানিহাটী গ্রন্থ বিতরণে প্রথম স্থানে ছিল। নতুন বছরে তাই ভক্তরা তার দ্বিগুণ গ্রন্থ প্রচারের ব্রত নিয়েছে। ইংরেজী নববর্ষে প্রচুর মাত্রায় ভক্ত ও জনসাধারণ যোগ দেন। নৃত্যগীত ভগবৎকথা প্রসাদসেবায় তাঁরা আনন্দিত হয়েছেন। ১৪ জানুয়ারী মকরসংক্রান্তি গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে পানিহাটী মন্দিরে বহু লোক সমাগম ঘটে। সারাদিন গঙ্গা আরতি, গঙ্গা মহিমা কীর্তন, ভজন প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়। গঙ্গাতটে অন্নপ্রাশন, পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান প্রায়ই হয়ে থাকে। প্রতিদিন দুপুর দেড়টায় ভিক্ষামূল্য মাধ্যমে সুস্বাদু বহু পদের মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ

তৃতীয় পর্ব ঃ দিব্য ভাব এবং দিব্য সেবা

গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্লোক ১-১২ ধর্মের পূর্ণতা ঃ পরবর্তী অধ্যায়ে ঋষিরা সূত গোস্বামীকে ৬টি প্রশ্ন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে সূত গোস্বামী কৌরব আদি ঋষিদের ধন্যবাদ জানালেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। শ্লোক ২।৩।৪ এ সূত গোস্বামী প্রথমে শুকদেব গোস্বামী নরনারায়ণ ঋষি এবং বিদ্যাদেবী সরস্বতীকে প্রণাম জ্ঞাপন করেছেন। ঋষিদের প্রশ্নগুলি ছিল অতি উত্তম কেন না সেগুলি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক, তাই তা জগতের মঙ্গল সাধন করে। এই ধরনের পরিপ্রশ্নের দ্বারাই কেবল আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়। সমগ্র জগৎ প্রশ্ন এবং উত্তরে পূর্ণ। আত্মার প্রসন্নতা কেবল কৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় উত্তর দিতে হবে। যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন এবং উত্তরের আলোচনা করে, তাই এই অপ্রাকৃত গ্রন্থটি পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে আমরা সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করতে পারি।

৬নং শ্লোকে সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যের ঋষিদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ‘‘সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যার দ্বারা ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করা যায়।’’ ৭নং শ্লোকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানই হলো সমস্ত বৃত্তিগত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য। ৮-১১ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে পরম তত্ত্বকে তিন ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

শ্লোক ১২-২২ কৃষ্ণভাবনামৃতে সিদ্ধিলাভের পন্থা ঃ অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয়যুক্ত মুনিগণ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন। বর্ণাশ্রমের চরম ফল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। তাই ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং তাঁর আরাধনা করা কর্তব্য। কেননা ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা জীবের অজ্ঞানতা ছেদন হয়। যারা সর্বতোভাবে পাপ থেকে মুক্ত সেই শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার ফলে কৃষ্ণকথা শ্রবণে আসক্তির উদয় হয়। সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার থেকে ভগবানের সেবকের সেবা করার মাধ্যমে ভগবানকে অধিক সন্তুষ্ট করা যায়। কেউ যখন ভগবানের সেবকদের সেবা করেন, তখন তাঁর মধ্যে ভগবানের সেবকদের গুণগুলি প্রকাশিত হয় এবং তার ফলে তিনি ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভগবানের কথা শ্রবণ এবং রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের অভদ্ররাশি ভগবান বিনাশ করেন। ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে কীভাবে রুচি লাভ

করা যায়, সেই সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। তা সম্ভব হয় কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে।

নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় এবং তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যখন হৃদয়ে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয় অথবা রজ ও তমো গুনের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়। তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। এইভাবে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে, তিনি সব রকম জড়-বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবদ্‌তত্ত্ব বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। পরমাত্মাকে দর্শন হলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই সমস্ত পরমার্থবাদীগণ চিরকাল গভীর আনন্দ সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে আসছেন, কেননা এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে।

শ্লোক ২৩-৩৪ ঃ সব কিছুর পরম লক্ষ্য এবং একমাত্র উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। কেউ যদি জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিরূপী দুঃখ দুর্দশায় পূর্ণ এই জড় জগতের কারাগার থেকে মুক্ত হতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে। পরম সত্যকে জানার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে সত্য গুণে অধিষ্ঠিত হওয়া। পূর্বে সমস্ত মহর্ষিরা ভগবানের সেবা করেছিলেন, কেন না তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত। তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্যন্তিক মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর আরাধনা করেছিলেন। যাঁরা সেই সমস্ত মহাত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। জড় বিষয় লাভের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম অনুশীলনের একটি বিকৃত রূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই এই ধরনের ধর্ম আচরণকে কৈতব ধর্ম বলে বর্জন করা হয়েছে। সমস্ত জগতে কেবলমাত্র একটিই ধর্ম রয়েছে এবং তা সকলের কর্তব্য হচ্ছে। সেই ধর্ম অনুশীলন করা এবং তা হচ্ছে ভাগবত ধর্ম অথবা একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করাই ধর্ম। (২৮-২৯) এই শ্লোক দুটিতে আরও জোরালোভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আরাধনার একমাত্র বিষয়। অন্য আগুনের সংযোগে যেমন কাঠের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনিই দিব্য কৃপার প্রভাবে মানুষের দিব্য চেতনা প্রকাশিত হয়। দিব্য কৃপার মূর্ত বিগ্রহ হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব এবং কাষ্ঠ সদৃশ জীবের মধ্যে তিনি সেই দিব্য অগ্নি প্রজ্বলিত করতে পারেন পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে। তাই পারমার্থিক জ্ঞান শ্রবণ করার ঐকান্তিক বাসনা নিয়ে সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হয় এবং তার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের অপ্রাকৃত স্থিতি উপলব্ধি করা যায়।

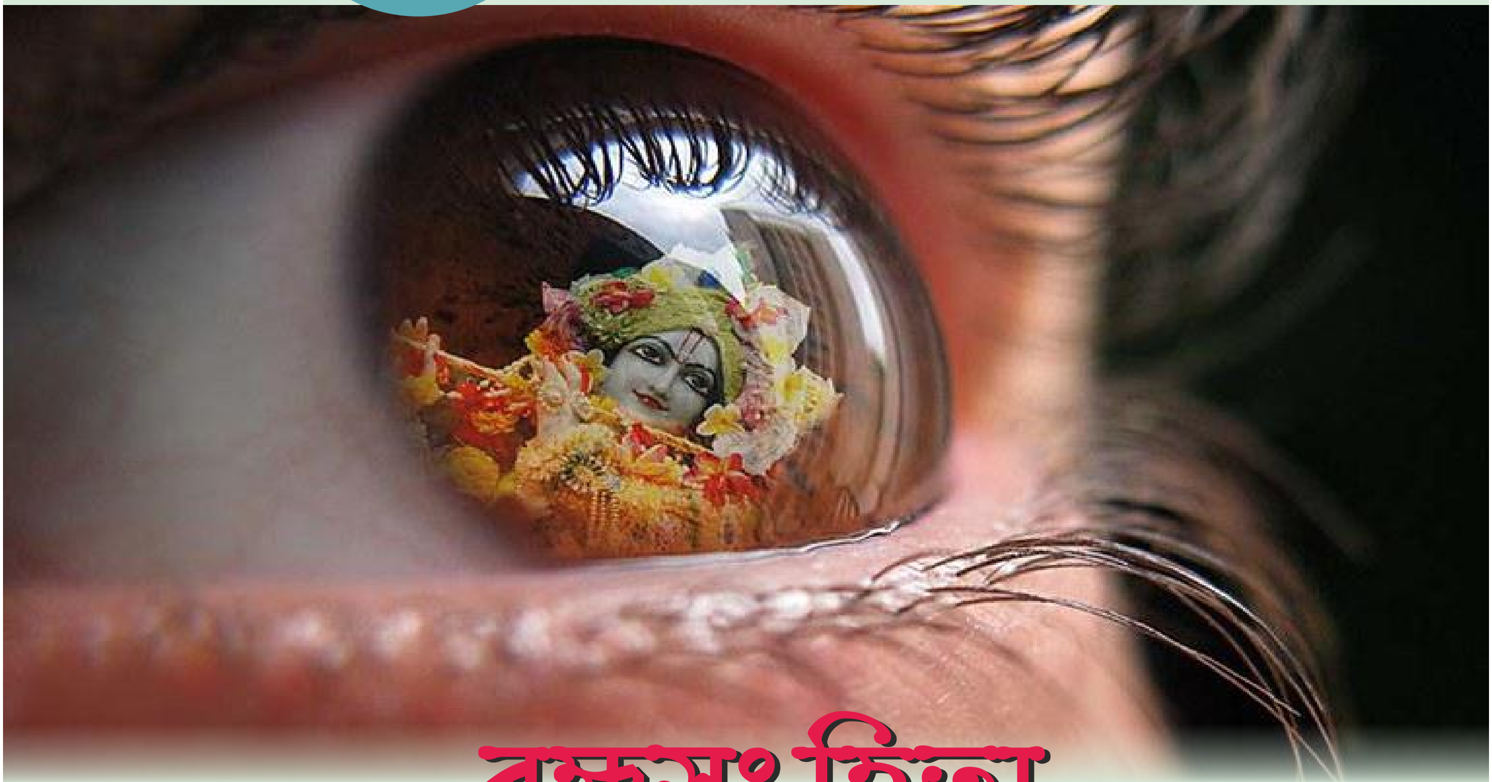

ব্রহ্মসংহিতা

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৩৮।।

প্রেম—ভালোবাসা; *অঞ্জন*—কাজল; *ছুরিত* —রঞ্জিত; *ভক্তি-বিলোচনেন*---ভক্তিচক্ষুতে; *সন্তঃ*—শ্রীকৃষ্ণে একনিষ্ঠ সাধুগণ; *সদা এব*—সর্বদাই; *হৃদয়েযু*—নিজ নিজ শুদ্ধ হৃদয়ে; *বিলোকয়ন্তি*—দর্শন করে থাকেন; *যং*—যে; *শ্যামসুন্দরম্*—শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে; *অচিন্ত্য*---জড় চিন্তার অতীত; *গুণস্বরূপং*---আদি পুরুষকে; *তম্*---সেই; *অহম্*—আমি; *ভজামি*—ভজনা করি।

প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুতে সাধুগণ যে অচিন্ত্য গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন—প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুতে। কাজল পরলে চোখ যেমন পরিষ্কার ও সুন্দর হয়, তেমনি প্রেমভক্তিভাবিত অবস্থায় দৃষ্টি শুদ্ধ হয়। প্রেম চক্ষুতে ভগবান দর্শন হয়। কাম চক্ষুতে ভগবৎ দর্শন হয় না।

সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সাধুগণ তাঁদের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদাই দর্শন করেন। সাধনভক্তি যখন ভাব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণকৃপা বলে সেই ভাবভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়। সাধনভজন ফলে হৃদয় শুদ্ধ হয়। সেই হৃদয়ে সর্বদা ভক্তিভাবময় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। ‘‘ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রনিহিতে অমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্’’—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পূর্ণপুরুষ কেবল ভক্তিভাবিত ভক্তহৃদয়ে উদিত হন। শুদ্ধ মহাত্মাগণ যে কোনও স্থানে থেকেও ব্রজের শ্রীকৃষ্ণকে বিলোকন করতে পারেন।

যং শ্যামসুন্দরম্ অচিন্ত্যগুণ স্বরূপম্---যে অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ অর্থাৎ জড় ধারণার অতীত গুণ রূপ

সমন্বিত শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দর বললে সুন্দর শ্যামবর্ণটি জড় কোন বর্ণ নয়। বরং তা চিন্ময় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ নিত্য পরমানন্দদায়ী বর্ণ। জড় চোখে তা দেখা যায় না।

ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে ভক্ত ও অভক্ত সকলেই এই চোখে তাকে দেখে ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র ভক্তরাই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের হৃদয়ের পরমধন বলে আদর করেছিলেন। অভক্তরা শ্রীকৃষ্ণকে কোনও বিভীষিকা বা মন্দচরিত বা তাদের মতোই সাধারণ ব্যক্তি বলে দর্শন করেছিল। তাই তারা তাঁকে তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করেনি। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালীন ভক্তরা হৃদয়নিধি রূপে শ্রীকৃষ্ণকে সমাদর করতেন, কিন্তু বর্তমান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটকালীন অবস্থায় ভক্তরা চাক্ষুষ দর্শন না পেলেও ভক্তিভাবিত হৃদয়ে ব্রজধামে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকর সব কিছুই প্রেমচক্ষুতে দর্শন করে থাকেন।

গোবিন্দম্ আদি পুরুষম্ তম্ অহম্ ভজামি—সেই অচিন্ত্য গুণ স্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুতে। কাজল পরলে চোখ যেমন পরিষ্কার ও সুন্দর হয়, তেমনি প্রেমভক্তিভাবিত অবস্থায় দৃষ্টি শুদ্ধ হয়। প্রেম চক্ষুতে ভগবান দর্শন হয়। কাম চক্ষুতে ভগবৎ দর্শন হয় না।

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, যদিও শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোলোকেই রয়েছেন, তবুও প্রেমচক্ষুতে একনিষ্ঠ ভক্তগণ এই জগতে থেকে দর্শন করতে পারে। যদিও শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত গুণরূপ বিশিষ্ট এবং জড় ধারণার অতীত, তবুও ঐকান্তিক প্রেমভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন।

নিমাই জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের নৈবেদ্য গ্রহণ করলো

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হতে সংগৃহীত

নিমাই-এর প্রথাগত শিক্ষার সময় উপনীত হলো। শুভ সময় এবং শুভদিন দেখে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রথা অনুযায়ী তার পুত্রের হাতে লেখার চক ধরিয়ে দিলেন।

মাত্র তিন দিনের মধ্যেই নিমাই সমস্ত যুক্তাক্ষর শিখে ফেলে তার লেখার সময়টি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নাম যথা—রাম, মুরারী, বনমালী ইত্যাদি লিখে অতিবাহিত হতো।

শুধুমাত্র নিমাইয়ের মধুর স্বরে বাংলা অক্ষর পাঠ শ্রবণ করে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ ছোট্ট নিমাইরূপে ছদ্মবেশে দিন রাত নবদ্বীপের অন্যান্য বালকদের সঙ্গে পড়া শোনা করতে লাগলেন।

নিমাইয়ের কান্না থামানোর একমাত্র সমাধান ছিল হরিনাম কীর্তন। প্রত্যেকেই হাতে তালি দিয়ে হরি হরি বলতেন এবং একমাত্র তখন নিমাই তার কান্না ভুলে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করতো। এভাবে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহটি আনন্দময় হয়েছিল।

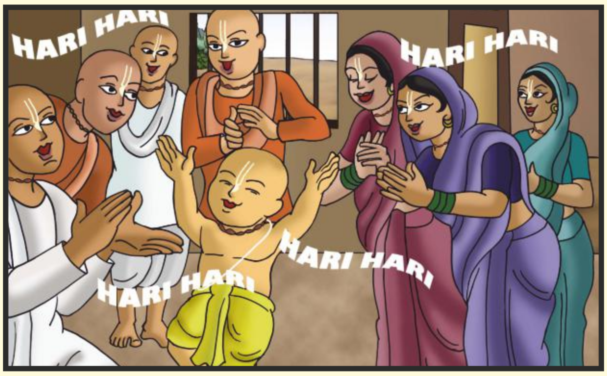

একদিন, উচ্চস্বরে হরিনাম করা সত্ত্বেও নিমাইয়ের কান্না বন্ধ হলো না।

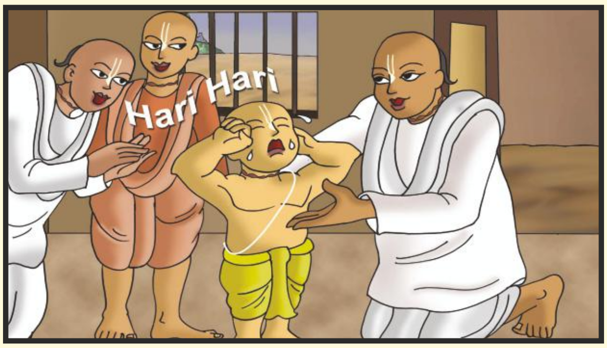

কেউ একজন বললেন,“বাছা কথা বলো, আমাদের কাছে তুমি কি চাও, তুমি যা চাও তাই দেবো, কেবল কান্না বন্ধ করো।”

নিমাই বললো, ‘‘যদি তোমরা আমার প্রাণ বাঁচাতে চাও, তাহলে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের ঘরে এখনি যাও। যদি আমি তাদের নৈবেদ্য ভোজন করি তাহলে আমি সুস্থ ও ভালো থাকবো।’’

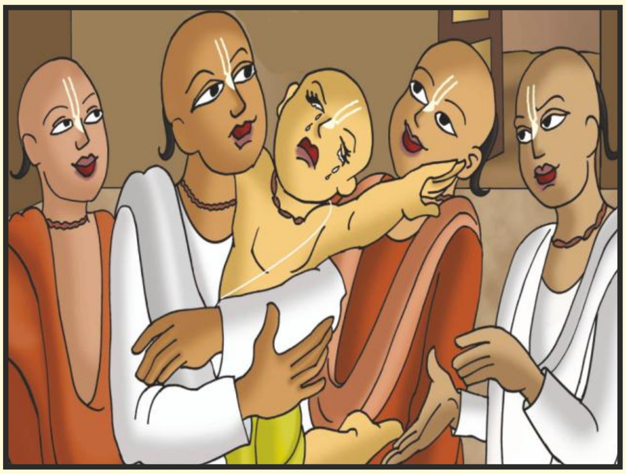

জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত ভগবানের মহান ভক্ত ছিলেন এবং জগন্নাথ মিশ্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন। তারা যখন নিমাইয়ের ইচ্ছা শ্রবণ করলেন, তারা আনন্দে আপ্লুত হলেন।

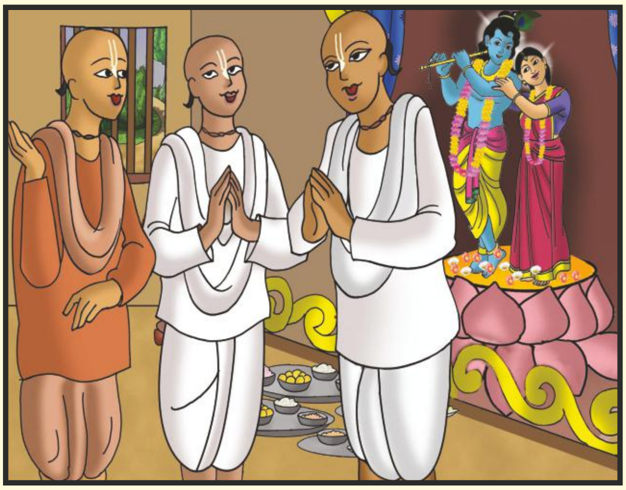

তাঁরা বললেন, ‘‘এখন আমরা শিশুটির সৌন্দর্য অনুভব করতে পারছি। নিশ্চয়ই ভগবান গোপাল এই বালকটির মাধ্যমে লীলা করছেন।’’

এই মহান দুই ভক্ত তখন সমস্ত নৈবেদ্য নিমাইয়ের গৃহে নিয়ে এসে বললেন, ‘‘আমরা ভগবানের জন্য যে সমস্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করেছিলাম সকলই নাও। এতেই আমাদের ভগবান সন্তুষ্ট করার অভিলাষ পূরণ হবে।’’

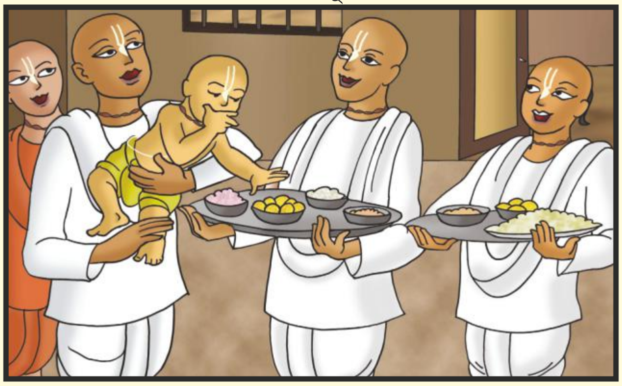

নিমাই সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করলো পরম সন্তোষে এবং প্রত্যেকটি থেকে একটু একটু করে আস্বাদন করলো।

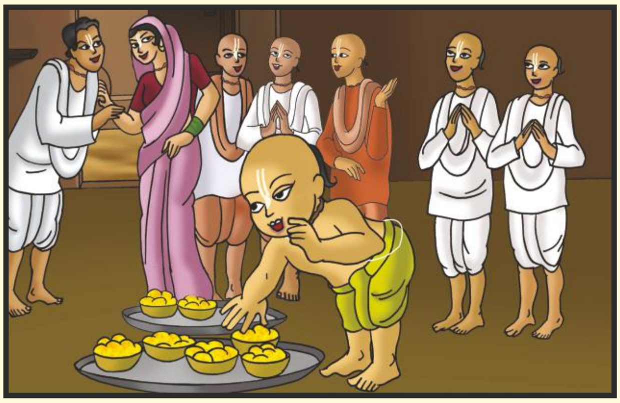

ভগবানের পরম ভক্ত সেবক জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত পূর্ণ সন্তোষের সঙ্গে দর্শন করলেন যে কিরূপে পরমেশ্বর ভগবান বালক রূপে তাঁর প্রেমপূর্ণ চিন্ময় লীলা প্রকাশ করলেন।

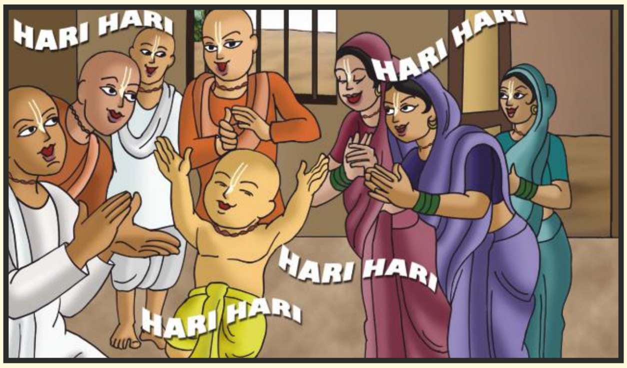

শ্রীচৈতন্য সুন্দর বন্দনা

শ্রীল রূপ গোস্বামী

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভবা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রায়ুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।।

পরম হংসগণ করিয়া যতন
যাঁরে উপাসয়ে ভরি প্রাণ মন।
বুদ্ধিমন্তগণে নাম সংকীর্তনে
কলিযুগে তাঁরে করে আরাধন।।
রাধাকান্তি লঞা রাধাভাব হঞা
আসিলা জগতে শ্রীনন্দনন্দন।।
অতীব শোভন কনক বরণ
যাঁর যশো গায় তত্ত্ববেত্তাগণ।।
প্রেম জলধর চৈতন্য সুন্দর
মো সবারে করো কৃপা বিতরণ।।

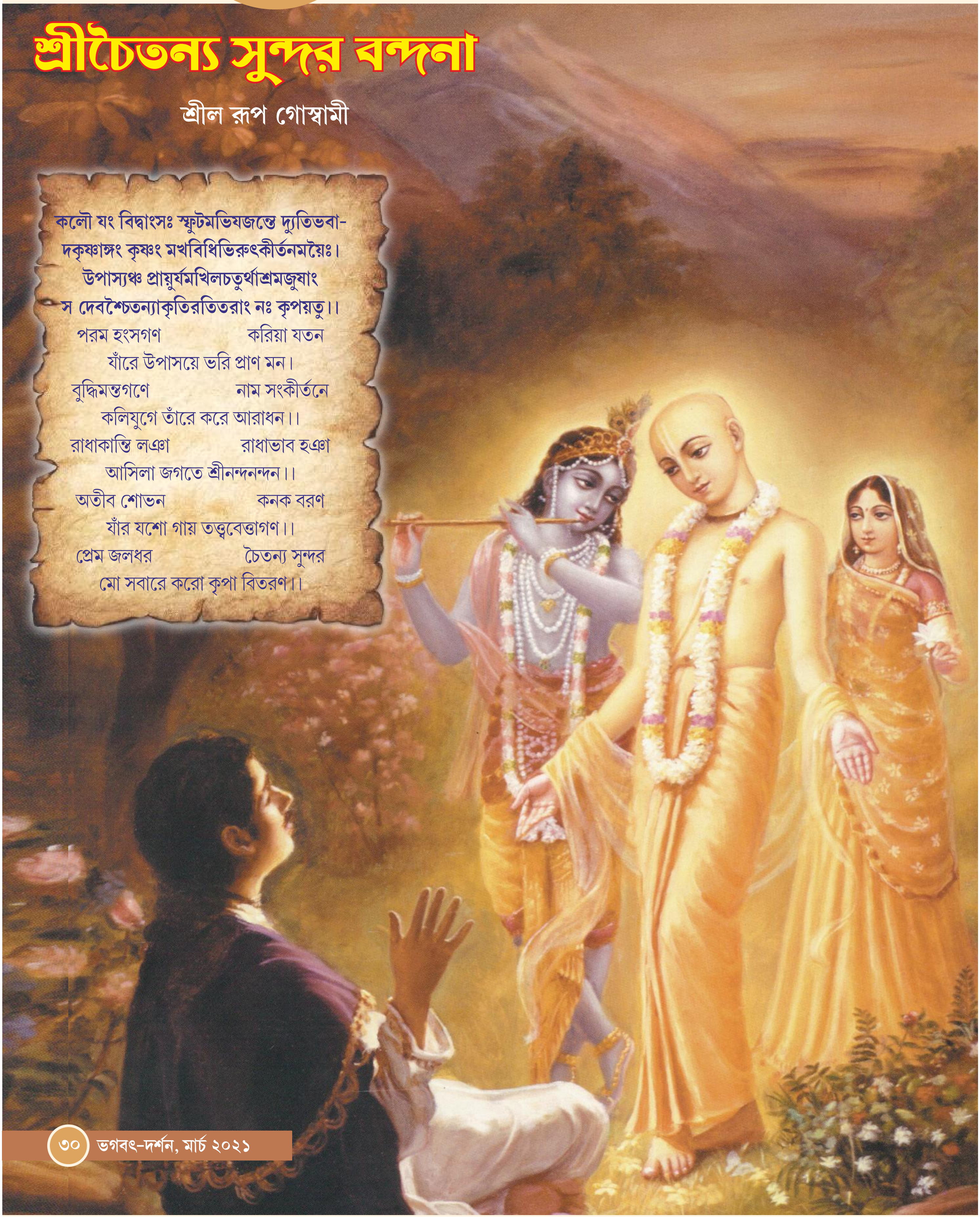

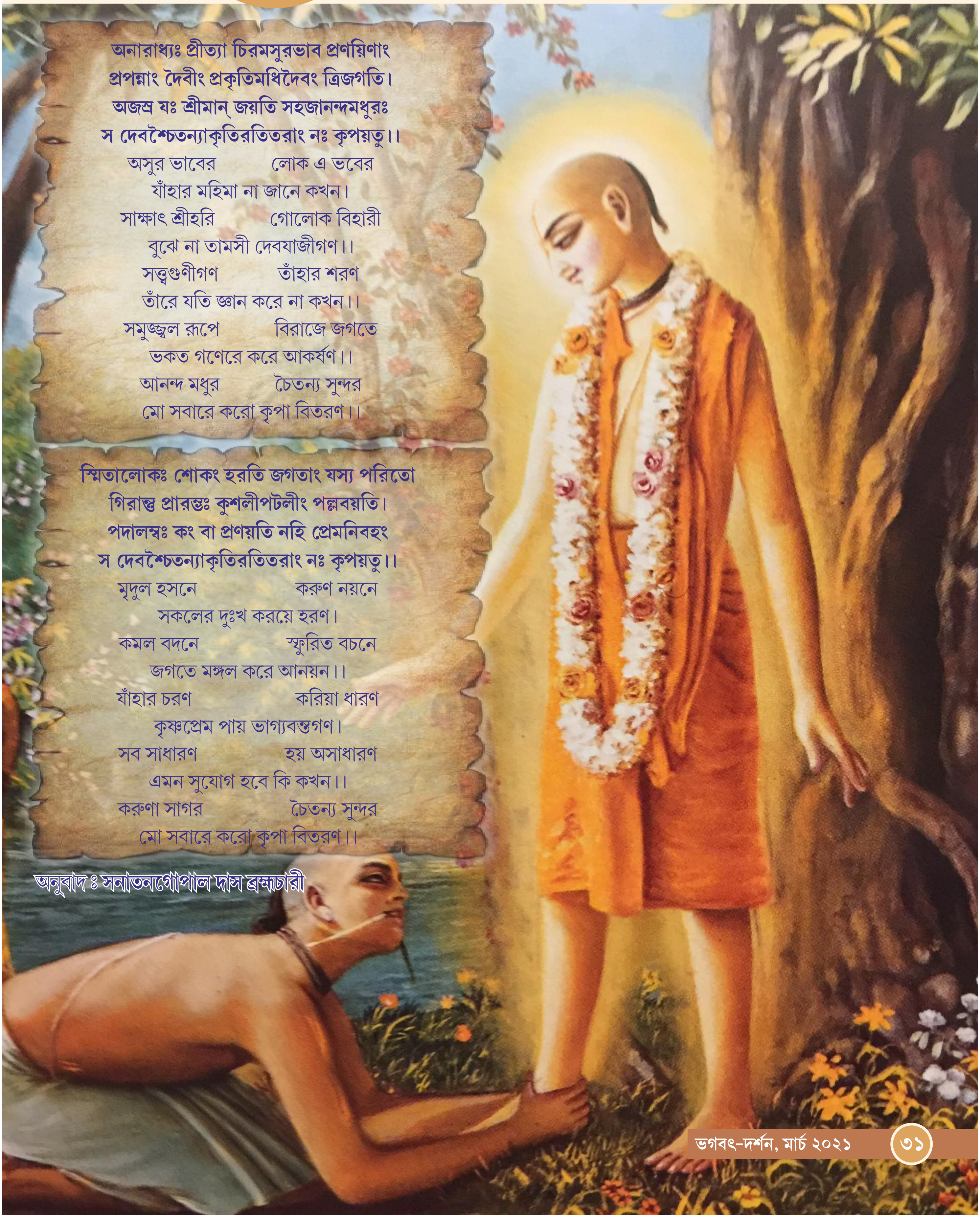

অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুরভাব প্রণয়িণাং
প্রপন্নাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি।
অজস্র যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দমধুরঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।।

অসুর ভাবের লোক এ ভবের
যাঁহার মহিমা না জানে কখন।
সাক্ষাৎ শ্রীহরি গোলোক বিহারী
বুঝে না তামসী দেবযাজীগণ।।
সত্ত্বগুণীগণ তাঁহার শরণ
তাঁরে যতি জ্ঞান করে না কখন।।
সমুজ্জ্বল রূপে বিরাজে জগতে
ভকত গণেরে করে আকর্ষণ।।
আনন্দ মধুর চৈতন্য সুন্দর
মো সবারে করো কৃপা বিতরণ।।

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলীপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্বঃ কং বা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু।।

মৃদুল হসনে করুণ নয়নে
সকলের দুঃখ করয়ে হরণ।
কমল বদনে স্ফুরিত বচনে
জগতে মঙ্গল করে আনয়ন।।
যাঁহার চরণ করিয়া ধারণ
কৃষ্ণপ্রেম পায় ভাগ্যবন্তগণ।
সব সাধারণ হয় অসাধারণ
এমন সুযোগ হবে কি কখন।।
করুণা সাগর চৈতন্য সুন্দর
মো সবারে করো কৃপা বিতরণ।।

অনুবাদঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

প্রকাশিত হয়েছে

কয়েক হাজার নিদারুণ প্রশ্ন এবং সহজ সুন্দর উত্তর সম্বলিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় গ্রন্থ

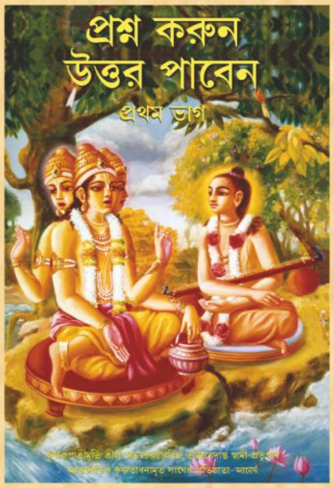

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(প্রথম ভাগ)

তাকালেই পেতে চাইবেন

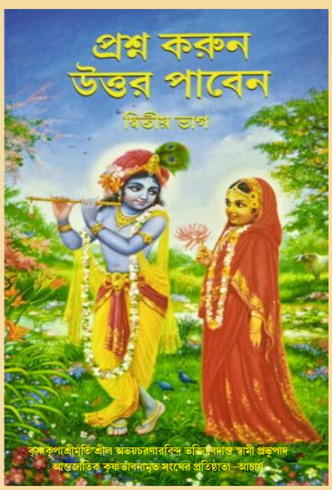

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন

(দ্বিতীয় ভাগ)

এই দুটি গ্রন্থে রয়েছে আপনার সত্য জিজ্ঞাসু মনের মণিকোঠায় জেগে ওঠা হরেক প্রশ্নের সমাধান !

আজই সংগ্রহ করুন

* এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্র কিংবা সংকীর্তন প্রচার বাসগুলোতে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ৭৪১৩১৩